এসো দ্বীন শিখি

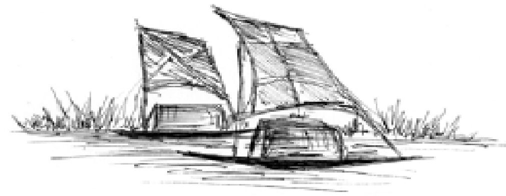

## أسماء الله (سبحانه وتعالى) الحسنى و صفاته

# আল্লাহ্‌র (سبحانه وتعالى) সুমহান নাম ও গুণাবলী বিষয়ে আহলুছ্‌ ছুন্নাহ্‌ ওয়াল জামা‘আতের ‘আক্বীদাহ্‌- বিশ্বাস, নীতি ও আদর্শ

সংকলক: শাইখ আবূ ছা 'আদা হাম্মাদ বিল্লাহ حفظه الله

ই-বুক

কপিরাইটঃ- এসো দ্বীন শিখি প্রকাশনী

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য অনলাইনে প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ

দ্রষ্টব্যঃ- বইটি এসো দ্বীন শিখি পাবলিকেশন (www.eshodinshikhi.com) এর একটি অনলাইন প্রকাশনা। বিশেষভাবে ডিজাইন ও বিন্যাস করে এটি পাঠকদের জন্য ফ্রি অনলাইনে রাখা হলো। কোনরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন ব্যতীত অবিকল বইটি ব্যবসা বা মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে নয় বরং শুধুমাত্র দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে কেউ ইচ্ছে করলে প্রিন্ট, ফটোকপি করে কিংবা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত প্রচার করতে পারবেন। এই বই থেকে উদ্ধৃতি দিতে চাইলে অবশ্যই সূত্রটি উল্লেখ করবেন।



The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

بسم الله الرحمن الرحيم

আহ্লুছ ছুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের ইমামগণ সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, ক্বোরআনে কারীম এবং রাছূলুল্লাহ ﷺ এর বিশুদ্ধ ছুন্নাহ্তে আল্লাহ্র যে সকল সুন্দর নাম যেভাবে বর্ণিত রয়েছে, কেবলমাত্র সেগুলোকে সেভাবেই আল্লাহ্র নাম বলে বিশ্বাস ও স্বীকার করতে হবে। তাতে কোনরূপ সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্তন কিংবা পরিবর্ধন করা যাবে না। কেননা আল্লাহ্র নামসমূহ হলো আম্‌রে তাওক্বীফী তথা সম্পূর্ণরূপে শারী'য়াত কর্তৃক সুনির্ধারিত বিষয়। তাই তাতে মানুষের নিজস্ব জ্ঞান-বুদ্ধির কোন স্থান বা অবকাশ নেই। ইমাম নাওয়াওয়ী رحمه الله বলেছেন:-

أَسْمَاءُ اللهِ تَعَالَى تَوْقِيفِيَّةٌ لاَ تُطْلَقُ إلاَّ بِدَلِيلٍ صَحِيحٍ.[১]

অর্থ- আল্লাহ্র নামসমূহ হলো তাওক্বীফী তথা শারী'আহ্ কতৃক সুনির্ধারিত, তাই বিশুদ্ধ দালীল-প্রমাণ ছাড়া কোন কিছুকে আল্লাহ্র নাম বলা যাবে না।[২]

অতএব, মানবীয় জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা আল্লাহ্র নাম নির্ধারণের কোন অবকাশ নেই। (অর্থাৎ মহান আল্লাহ্র নাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে মনুষ্য জ্ঞান বা বুদ্ধি চর্চার কোন অবকাশ নেই) কেননা, আল্লাহ্র সুমহান সত্তার জন্য যথোপযোগী নাম কী হতে পারে, তিনি (আল্লাহ سبحانه وتعالى) কী সব পরিপূর্ণ সুমহান ও সর্বসুন্দর গুণাবলীর অধিকারী, তা শুধু মানবীয় বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা জানা ও নির্ধারণ করা আদৌ সম্ভবপর নয়।

এ কারণেই আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী স্বীকার ও অস্বীকার বিষয়ে আহলুছ্ ছুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আত পরিপূর্ণরূপে ক্বোরআন ও ছুন্নাহ্তে বর্ণিত সুস্পষ্ট দালীলের উপর নির্ভর করেন। তারা কেবল সেইসব নাম ও গুণকেই আল্লাহ্র মহান নাম ও গুণ বলে বিশ্বাস ও স্বীকার করেন, যে সব নামে ও গুণে ক্বোরআনে কারীমে আল্লাহ سبحانه وتعالى নিজেকে আখ্যায়িত করেছেন কিংবা রাছূলূল্লাহ ﷺ স্বীয় ছুন্নাহ্তে আল্লাহ্র (سبحانه وتعالى) যে সব নাম ও গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। যেমন, ইমাম আহ্মাদ رحمه الله বলেছেন:- "আল্লাহ্কে কেবল ঐ সকল নামে ও গুণে আখ্যায়িত করা যাবে যে সকল নাম বা গুণে তিনি নিজেকে কিংবা তাঁর রাছূল তাঁকে আখ্যায়িত করেছেন, এ বিষয়ে কোন অবস্থাতেই আমরা ক্বোরআন ও ছুন্নাহ্কে অতিক্রম করব না"।

---

১. شرح النووي- ٧/١٨٨

২. শারহুন্ নাওয়াওয়ী- ৭/১৮৮

eshodinshikhi@gmail.com



The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে এরূপ আরো অনেক বক্তব্য ‘উলামায়ে কিরাম থেকে বর্ণিত রয়েছে। তাদের সকলের বক্তব্য থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আহলুছ্ ছুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের ‘আক্বীদাহ্ হলো:- আল্লাহ্‌র সর্বসুন্দর সুমহান নামগুলো হলো তাওক্বীফী বা শারী‘আত কর্তৃক সুনির্ধারিত। তাই কোন শব্দ বা বাক্যকে আল্লাহ্‌র নাম বলে আখ্যায়িত করতে হলে অবশ্যই ক্বোরআন বা সাহীহ্ ছুন্নাহ্‌র সুস্পষ্ট দালীল থাকতে হবে এবং সেই দালীলে ঐ নামটি হুবহু শব্দে অবশ্যই বর্ণিত থাকতে হবে।

আহলুছ্ ছুন্নাহ ওয়াল জামা‘আত ক্বোরআন ও ছুন্নাহ্‌তে বর্ণিত নেই কিংবা ক্বোরআন ও সাহীহ্ ছুন্নাহ্‌তে আল্লাহ্ عَزَّ وَجَلَّ নিজেকে যেসব নাম বা গুণে আখ্যায়িত করেননি অথবা যেসব নাম বা গুণ থেকে তিনি নিজেকে মুক্ত ও পবিত্র রেখেছেন, এমন কোন নাম বা গুণ তারা আল্লাহ্‌র জন্যে নির্ধারণ করেন না, বরং এর ঠিক বিপরীত পরিপূর্ণ মহত্তম গুণটি আল্লাহ্‌র জন্য সাব্যস্ত করেন। কেননা সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী সুমহান আল্লাহ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, তিনি নিজেকে যেসব নামে আখ্যায়িত করেননি এমন কোন নামে তাঁকে নামকরণ করা- এ কাজটি মূলতঃ সঠিক দালীল-প্রমাণ ছাড়া না জেনে আল্লাহ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى সম্পর্কে কোন কিছু বলার শামিল। আর এটি অত্যন্ত জঘন্য একটি পাপ। আল্লাহ عَزَّ وَجَلَّ এরূপ কাজ তার বান্দাহ্‌র জন্য হারাম করে দিয়েছেন। ক্বোরআনে কারীমে আল্লাহ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ইরশাদ করেছেন:-

وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً.[৩]

অর্থাৎ- এবং যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সে বিষয়ের পিছনে চলো না। নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু এবং অন্তর এদের প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসিত হবে।[৪]

অন্য আয়াতে আল্লাহ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ইরশাদ করেছেন:-

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللهِّ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللهِّ مَا لاَ تَعْلَمُونَ.[৫]

অর্থাৎ- আপনি বলুন! আমার পালনকর্তা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা, পাপ কাজ, অন্যায় বিদ্রোহ এবং আল্লাহ্‌র সাথে এমন কিছুকে অংশীদার করাকে, যার পক্ষে আল্লাহ কোন দালীল-প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি, আর আল্লাহ্‌র প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যে সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই।[৬]

---

৩. سورة الإسراء- ٣٦

৪. ছূরা আল ইছ্‌রা- ৩৬

৫. سورة الأعراف- ٣٣

৬. ছূরা আল আ‘রাফ- ৩৩


eshodinshikhi@gmail.com
The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

তাইতো ইমাম ছুয়ূতী رحمه الله বলেছেন:-

اعْلَم ان أَسمَاء الله تَعَالَى توقيفية بِمَعْنى انه لاَ يجوز ان يُطلق اسْم مَا لم يَأْذَن لَهُ الشَّرْع وإنكان الشَّرْع قد ورد بِإِطْلَاق مَا يرادفه.[৭]

অর্থ- জেনে রাখুন, আল্লাহ্‌র নামসমূহ হলো তাওক্বীফী। এর অর্থ হলো- শারী‘য়াতের অনুমতি নেই এমন কোন নামকে আল্লাহ্‌র নাম বলা যাবে না, যদিও এর সমার্থক কোন নাম শারী‘য়াতে (ক্বোরআন ও ছুন্নাহ্‌তে) আল্লাহ্‌র নাম বলে অভিহিত ও নির্ধারিত হয়ে থাকে।[৮]

ক্বোরআন ও ছুন্নাহ্‌তে যে সব নাম বা গুণ আল্লাহ্‌র জন্যে স্বীকার বা অস্বীকার কোনটাই করা হয়নি, এ ধরণের নাম বা গুণের বিষয়ে আহ্‌লুছ্‌ ছুন্নাহ ওয়াল জামা‘আহ নিরব ও নিশ্চুপ থাকেন; এগুলোকে তারা স্বীকার করেন না বা অস্বীকারও করেন না। তবে তারা এই বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ ছুবহানাহু ওয়া তা‘আলার এমন অনেক মহান নাম রয়েছে যেগুলো সম্বন্ধে একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন ছাড়া আর কেউ অবহিত নয়।

আহ্‌লুছ্‌ ছুন্নাহ ওয়াল জামা‘আহ, ক্বোরআন ও সাহীহ্‌ ছুন্নাহ্‌তে বর্ণিত আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীর কোনরূপ তাহ্‌রীফ (পরিবর্তন) বা তা’ওয়ীল (প্রমাণহীন ব্যাখ্যা প্রদান) করেন না কিংবা আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলী সম্বন্ধে একথাও বলেন না যে, এর অর্থ আমরা জানিনা কেবল আল্লাহ তা‘আলাই জানেন। তারা (আহ্‌লুছ্‌ ছুন্নাহ ওয়াল জামা‘আহ) বরং আল্লাহ্‌র সুমহান নাম ও গুণাবলীর বাহ্যিক ও সুস্পষ্ট অর্থটাই গ্রহণ করেন।

তারা (আহ্‌লুছ্‌ ছুন্নাহ ওয়াল জামা‘আহ) মহান আল্লাহ্‌র যাত (সত্তা) বা সিফাতের কোনরূপ আকার-আকৃতি বা উপমা নির্ধারণ (তাশবীহ) করেন না। তারা এগুলোর কোনরূপ সদৃশ, সমতুল্য বা সমকক্ষ নির্ধারণ (তামছীল) করেন না, কোনরূপ ধরণ বা অবস্থা নির্ধারণ (তাকয়ীফ) করেন না কিংবা আল্লাহ্‌র সুমহান নাম বা গুণাবলীকে বাত্বিল বা অনর্থক সাব্যস্থ (তা‘তীল) করেন না। তারা (আহ্‌লুছ্‌ ছুন্নাহ ওয়াল জামা‘আহ) মহান আল্লাহ্‌র গুণাবলী, তাঁর শান-শওকতের মুওয়াফিক্ব তথা যেভাবে হওয়া তাঁর সুমহান সত্তার জন্য সমীচীন সেভাবেই আছে বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস ও স্বীকার করেন।

আহ্‌লুছ্‌ ছুন্নাহ ওয়াল জামা‘আহ বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ্‌র সর্বসুন্দর সকল নাম ও সুমহান গুণাবলী সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি হতে সম্পূর্ণরুপে মুক্ত ও পূতঃপবিত্র এবং সর্বপ্রকার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের গুণাবলীতে পরিপূর্ণ।

---

৭. شرح سنن ابن ماجة- ٢٧٥

৮. শারহু ছুনানে ইবনে মাজাহ- ২৭৫

eshodinshikhi@gmail.com



The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

ক্বোরআনে কারীমে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ ইরশাদ করেছেন:-

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.[৯]

অর্থাৎ- তাঁর মতো কোন বস্তু নেই, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।[১০]

এই আয়াতে "لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ"(তাঁর মতো কোন বস্তু নেই) একথা বলে মুমাছ্ছিলাহ সম্প্রদায়ের (যারা আল্লাহ্র নামের ও গুণাবলীর সদৃশ বা সমকক্ষ নির্ধারণ করে) দাবি ও ধারণাকে বাত্বিল সাব্যস্থ করে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

আর "وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ" (তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা) একথা বলে মু'আত্ত্বিলাহ সম্প্রদায়ের (যারা আল্লাহ্র নাম বা গুণাবলীকে অস্বীকার করে কিংবা মহান আল্লাহ্র কোন গুণ নেই বলে দাবি করে) ধারণা ও দাবিকে বাত্বিল সাব্যস্ত করে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

মূলতঃ তামছীল (আল্লাহ্র সুমহান নাম ও গুণাবলীর সদৃশ নির্ধারণ করা) এবং তা'তীল (আল্লাহ্র সুমহান নাম ও গুণাবলীকে অস্বীকার করা কিংবা এগুলোকে অনর্থক সাব্যস্ত করা) এ দু'টি কাজই হলো তাওহীদুল আছমা ওয়াস্ সিফাতের (নাম ও গুণাবলীতে আল্লাহ্র একত্ব অক্ষুন্ন রাখার) সম্পূর্ণ পরিপন্থি কাজ।

আহ্লুছ্ ছুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ এই বিশ্বাস পোষণ করেন যে, মহান আল্লাহ্র কর্ম ও গুণাবলী অধ্যায়ের তুলনায় তাঁর সুমহান নামের অধ্যায়টি অনেক বেশী সুনির্দিষ্ট তথা খাস।

যেমন, এ সম্পর্কে শাইখ 'উছাইমীন رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ বলেছেন-''মহান আল্লাহ্র কর্ম ও গুণাবলীর তুলনায় তাঁর সুমহান নামগুলো অনেক বেশি সুনির্দিষ্ট। অর্থাৎ আল্লাহ্র কর্ম ও গুণাবলীর বিষয়টি যত ব্যাপক, আল্লাহ্র নামের বিষয়টি তত ব্যাপক নয়। তাই ক্বোরআনে কারীম ও রাছূলুল্লাহ ﷺ এর সাহীহ্ ছুন্নাহ্তে বর্ণিত আল্লাহ্র (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ) কোন গুণ বা কর্মের উপর ভিত্তি করে আল্লাহ্র কোন নাম নির্ধাণ করা যাবে না। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ) কোন নামের ভিত্তিতে তাঁর কর্ম বা গুণ নির্ধারণ করা যাবে"।

যেমন- আল্লাহ্র একটি নাম হলো "আর্ রাহমান" (পরম দয়ালু বা মেহেরবান), এই নামের ভিত্তিতে "রাহ্মাত" গুণটি আল্লাহ্র জন্যে নির্ধারণ করা যাবে অর্থাৎ বলা যাবে যে, রাহ্মাত হলো আল্লাহ্র একটি সুমহান গুণ। এমনিভাবে এই নামের ভিত্তিতে "রাহ্ম বা দয়া করা" এ কাজটি আল্লাহ্র জন্যে নির্ধারণ করা যাবে,

৯. سورة الشورى- ١١

১০. ছূরা আশ্শুরা- ১১

eshodinshikhi@gmail.com



The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

অর্থাৎ এ কথা বলা যাবে যে, আল্লাহ ﷻ করুণা ও দয়া করেন, দয়া বা করুণা করা; এটি তাঁর কাজ। অপরপক্ষে-

فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا.[১১]

অর্থাৎ- অতঃপর যারা অপরাধ করেছিল আমি তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম।[১২]

وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا.[১৩]

অর্থাৎ- এবং যখন আপনার পালনকর্তা আগমন করবেন এবং ফিরিশতাগণও সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত হবেন।[১৪]

উপরোক্ত প্রথম আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত যে "ইনতিক্বাম" বা "শাস্তি প্রদান করা" এটি আল্লাহ্‌র একটি কাজ। কিন্তু তাই বলে আল্লাহ্‌র নাম "মুনতাক্বিম" (শাস্তি দাতা) সাব্যস্ত করা যাবে না।

আর দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত যে, "মাজইয়ুন" বা "আগমন করা" এটি আল্লাহ্‌র একটি কাজ। কিন্তু তাই বলে আল্লাহ্‌র নাম "জা-য়ী" (আগমনকারী) বলা যাবে না।

এমনিভাবে "رضا" বা "সন্তুষ্টি" , "المحبة" বা "ভালোবাসা" এগুলো আল্লাহ্‌র একেকটি সুমহান গুণ, কিন্তু তাই বলে "الراضي" (আর্ রা-যি) অথবা "المحب" (আল মুহিব্ব্) এ বাক্যগুলোকে আল্লাহ্‌র নাম সাব্যস্ত করা যাবে না। কেননা শুধুমাত্র ক্বোরআনে কারীম ও সাহীহ্ ছুন্নাহ্‌তে যা কিছু আল্লাহ্‌র নাম হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, কোনরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন ব্যতীত কেবল সেগুলোকেই আল্লাহ্‌র নাম বলা যাবে, অন্য কিছুকে নয়।

**মহান আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলী বিষয়ে আহলুছ্ ছুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের বিরুদ্ধবাদী প্রধান দলগুলো হলো যথা:-**

**১) জাহ্‌মিয়া সম্প্রদায়:-** জাহ্‌ম বিন সাফওয়ানের নামেই এই সম্প্রদায়ের নামকরণ করা হয়েছে। এরা আল্লাহ্‌র সর্বসুন্দর নাম ও সুমহান গুণাবলীকে পুরোপুরি অস্বীকার করে।

১১. سورة الروم- ٤٧

১২. ছূরা আর্‌রূম-৪৭

১৩. سورة الفجر- ٢٢

১৪. ছূরা আল ফাজ্‌র-২২

eshodinshikhi@gmail.com



The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

**২) মু‘তাযিলা সম্প্রদায়:-** এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হলেন ওয়াসিল বিন ‘আতা আল গায্যাল। তারা আল্লাহ্‌র সর্বসুন্দর নামগুলোকে অর্থহীন বলে স্বীকার করে, আর আল্লাহ্‌র সুমহান গুণাবলীকে পুরোপুরি অস্বীকার করে। তাদের ‘আক্বীদাহ্ হলো যে, আল্লাহ্‌র নাম আছে বটে কিন্তু সেগুলোর কোন অর্থ নেই বরং এগুলো শুধুমাত্র নাম সর্বস্ব নাম বা নিছ্‌ক কিছু শব্দ। যেমন, তাদের বিশ্বাস ও দাবি হলো যে, আল্লাহ্‌র নাম ‘আলীম (সর্বজ্ঞানী), এটা কেবল একটা নামই, এর কোন অর্থ নেই এবং এ নামের মধ্যে ‘ইল্‌ম (জ্ঞান) যে গুণ, তা নেই। এমনিভাবে আল্লাহ্‌র একটি নাম ছামী‘ (সর্বশ্রোতা), তবে এর কোন অর্থ নেই এবং এর মধ্যে ছাম‘উন তথা শ্রবণ বা শুনার গুণ নেই। তাঁর নাম “বাসীর” (সর্বদ্রষ্টা), কিন্তু তার মধ্যে “বাসার” তথা দেখার গুণ নেই। তাঁর নাম “ক্বাদীর” (সর্বময় ক্ষমতাবান), কিন্তু তার মধ্যে ক্ষমতার গুণ নেই ইত্যাদি। মোটকথা, তাদের এরূপ দাবির অর্থ হলো এটাই যে, আল্লাহ্‌র নাম ‘আলীম তবে তার কোন ‘ইল্‌ম বা জ্ঞান নেই, তাঁর নাম ছামী‘(সর্বশ্রোতা) তবে তাঁর শ্রবণশক্তি নেই। তাঁর নাম “বাসীর” (সর্বদ্রষ্টা) তবে তাঁর দৃষ্টিশক্তি নেই। تَعَالَى? اللهُ عَمَّا يَقُوْلُ الظَّالِمُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا. (যালিমদের এসব কথা-বার্তা থেকে আল্লাহ سبحانه وتعالى সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র)

মু‘তাযিলারা মূলতঃ আল্লাহ্‌র এসব নামগুলোকেই অস্বীকার করতে চেয়েছিল কিন্তু তলোয়ারের ভয়ে তারা সরাসরি তা করতে পারেনি। তাই তারা আল্লাহ্‌র সুমহান নামগুলোকে গুণহীন বা অর্থহীন বলে দাবি করে, যাতে পরোক্ষভাবে আল্লাহ্‌র নামগুলোকে অস্বীকার করা হয়ে যায়।

**৩) আশা‘ইরা সম্প্রদায়:-** আশ‘আরী মতবাদের প্রবক্তা ইমাম আবুল হাছান আল আশ‘আরীর নামানুসারে এই সম্প্রদায়ের নামকরণ করা হয়েছে।

আশ‘আরী মতবাদীরা আল্লাহ্‌র মহান নামগুলোকে স্বীকার করে (তবে তা পুরোপুরি আহ্‌লে ছুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের মতো করে নয়)। আর আল্লাহ্‌র سبحانه وتعالى গুণাবলী বা সিফাত বিষয়ে তারা দু’দলে বিভক্ত।

**(ক) ক্বোদামা বা পূর্ববর্তী আশ‘আরী মতবাদীগণ।** তারা আল্লাহ্‌র যাবতীয় ঐচ্ছিক গুণাবলীকে (যে সব কাজ আল্লাহ سبحانه وتعالى যখন তাঁর ইচ্ছা হয় তখনই করে থাকেন, যেমন- রাগ, সন্তুষ্টি, আসা, যাওয়া ইত্যাদি। এ ধরনের কাজ বা গুণাবলীকে আল্লাহ্‌র ঐচ্ছিক গুণাবলী বা ঐচ্ছিক কাজ বলা হয়।) অস্বীকার করে।

**(খ) পরবর্তী যুগের আশ‘আরী মতবাদীগণ।** এরা আল্লাহ্‌র সুমহান গুণাবলীর মধ্য হতে শুধুমাত্র ‘ইল্‌ম (জ্ঞান), ক্বোদরাত (ক্ষমতা বা শক্তি), হায়াত (জীবন), ছাম‘উন (শ্রবণ বা শ্রবণ শক্তি), “বাসার” (দৃষ্টি বা দর্শন শক্তি), ইরাদাহ্ (ইচ্ছা) এবং কালাম (কথা বলা) এই সাতটি গুণকে সঠিকভাবে স্বীকার করে। এছাড়া অন্যান্য গুণাবলী বা সিফাতকে যদিও তারা স্বীকার করে তবে সেগুলোর বাহ্যিক ও সঠিক অর্থকে বাদ দিয়ে রূপক ও ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করে। যেমন- তারা রাহ্‌মাতের বাহ্যিক সঠিক অর্থকে বাদ দিয়ে এর অর্থ করে


The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

থাকে "প্রতিদান কিংবা পুরস্কার প্রদানের ইচ্ছা"। আল ওয়াদূদ এর অর্থ করে থাকে ''কল্যাণ বা মঙ্গল পৌঁছানোর ইচ্ছা" ইত্যাদি।

জাহ্‌মিয়া ও মু'তাযিলা সম্প্রদায় এবং ক্বোদামা (পূর্ববর্তী) আশ'আরী মতবাদী, এই তিন দলই আহলুত্ **তা'ত্বীল** তথা আল্লাহ্‌র সুমহান নাম ও গুণাবলীকে অস্বীকার বা অনর্থক সাব্যস্থকারী বলে গণ্য। আর পরবর্তী যুগের আশ'আরী মতবাদীগণ যদিও তারা সরাসরি মু'আত্ত্বিলা বা আহলুত্ তা'ত্বীল সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে তারা অবশ্যই আহলুত্ তাহ্‌রীফ তথা পরিবর্তন ও বিবর্তনকারী সম্প্রদায়। কেননা তারা কোনরূপ সঠিক দালীল-প্রমাণ ছাড়া আল্লাহ্‌র নাম বা গুণের বাহ্যিক সুস্পষ্ট অর্থকে ভিন্ন অর্থ দিয়ে পরিবর্তনের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সেই নাম বা গুণটাকেই পরোক্ষভাবে বাত্বিল সাব্যস্ত করে থাকে।

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, আর তা হলো এই যে, যদিও ইমাম আবুল হাছান আল আশ'আরী অনেক ভ্রান্ত মতবাদের উপর ছিলেন, তবে তিনি তার জীবনের শেষ দিকে পরিপূর্ণরূপে আহ্‌লুছ্ ছুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের পথে ফিরে আসেন।

ইছলামী 'আক্বীদাহ্‌গত দিক দিয়ে আবুল হাছান আল আশ'আরী رحمه الله এর জীবন ৩টি পর্যায়ে ছিল।

**প্রথম পর্যায়ে** প্রায় চল্লিশ বছর তিনি মু'তাযিলা মতবাদের একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন। এমনকি তিনি তাদের ইমামও ছিলেন। একদা হঠাৎ করে তিনি পনেরো দিন লোক চক্ষুর আড়ালে চলে যান এবং নিজ গৃহে অবস্থান করেন। পনেরো দিন পর তিনি বসরা-র জামে' মাছজিদে জুমু'আর সালাতের পর মিম্বারে দাড়িয়ে বলেন:- "হে জনগণ! আমি বিগত পনেরো দিন আপনাদের মাঝে অনুপস্থিত (আপনাদের থেকে আড়ালে) ছিলাম। এসময়ে আমি অনেক চিন্তা-ফিক্‌র করেছি কিন্ত কোনটি সত্য কোনটি মিথ্যা তা আমার কাছে পরিষ্কার হয়নি। অতঃপর আমি আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাকে হিদায়াত তথা সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। এতে করে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আমাকে যে সঠিক পথের দিশা দেন, আমি আমার এসব পুস্তকে তা-ই লিপিবদ্ধ করেছি। আর আমি পূর্বে যে সব 'আক্বীদাহ্-বিশ্বাস পোষণ করতাম, সেগুলোকে তেমনি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি যেভাবে আমি আমার এই পোষাক খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। একথা বলেই তিনি তাঁর পরনের জামা খুলে ছুঁড়ে মারেন এবং সাথে সাথে তিনি তার সদ্য লিখিত "আললুমা'" "কাশফুল আছরার ওয়া হাতকুল আছরার" ইত্যাদি পুস্তক লোকজনকে প্রদান করেন। এসব বই পড়ে অসংখ্য লোক মু'তাযিলা মতবাদ পরিত্যাগ করে আবুল হাছান আশ'আরীর অনুসৃত মতবাদের অনুসারী হয়ে যায় এবং তারা তাকে ইমাম হিসেবে গ্রহণ করে। আর তখন খেকেই তারা তাদের অনুসৃত এই মতবাদকে আশ'আরী মাযহাব বা মতবাদ বলে আখ্যায়িত করে।


eshodinshikhi@gmail.com
The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

**দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি** আবূ মোহাম্মাদ ‘আবদুল্লাহ ইবনু ছা‘য়ীদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে কুলাব এর মতবাদ অবলম্বনে আল্লাহ্‌র (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) কেবলমাত্র সাতটি ‘আক্বলী তথা বুদ্ধিভিত্তিক গুণকে স্বীকার করেন এবং এছাড়া অন্য সিফাতগুলোকে অস্বীকার করেন। তাঁর এ অবস্থা সম্পর্কে মাজমূ‘উল ফাতাওয়া লি ইবনে ক্বাছিম গ্রন্থের ১৬ নং ভলিয়মের ৪৭১ নং পৃষ্ঠায় শাইখুল ইছলাম ইবনু তাইমিয়াহ رَحِمَهُ اللهُ বলেছেন: – আশ‘আরী (আবুল হাছান আল আশ‘আরী) এবং তাঁর মতো আরো যারা রয়েছে, তাদের অবস্থান হলো বার্‌যাখের অবস্থানের মতো; ছালাফে সালিহীনের (رَحِمَهُمُ اللهُ) সঠিক ‘আক্বীদাহ আর জাহ্‌মিয়া সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত ‘আক্বীদাহ্‌র মধ্যবর্তী স্থলে। (অর্থাৎ বার্‌যাখের অবস্থান যেভাবে না জান্নাত না জাহান্নাম বরং এ দু’য়ের মধ্যবর্তী স্থলে, তেমনি তাদের অবস্থান হলো ছালাফে সালিহীনের (رَحِمَهُمُ اللهُ) সঠিক ‘আক্বীদাহ আর জাহ্‌মিয়া সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত ‘আক্বীদাহ্‌র মধ্যবর্তী স্থলে। তারা না ছালাফে সালিহীনের ‘আক্বীদাহ-বিশ্বাস পরোপুরি গ্রহণ করেছে আর না তারা জাহ্‌মিয়া সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত ‘আক্বীদাহ পরিপূর্ণরূপে বর্জন করেছে।)

**তৃতীয় পর্যায়ে তিনি** জাহমিয়া ও মু‘তাযিলাসহ সকল প্রকার ভ্রান্ত ‘আক্বীদা-বিশ্বাস পরিপূর্ণরূপে বর্জন করে ইমাম আহ্‌মাদ ইবনু হাম্বাল رَحِمَهُ اللهُ এর অনুসরণে পরিপূর্ণরূপে একনিষ্ঠভাবে আহলে হাদীছ তথা আহলে ছুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের মাযহাব অবলম্বন করেন। মৃত্যু পর্যন্ত এই মাযহাবের (আহলে ছুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের) উপরই তিনি অটল ও অবিচল ছিলেন। জীবনের এই তৃতীয় পর্যায়ে এসেই তিনি ‘‘আল ইবানাহ ‘আন উসূলিদ্‌ দিয়ানাহ” নামক প্রখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। (আল্লাহ عَزَّ وَجَلَّ তাঁকে অশেষ রাহ্‌ম করুন)

**৪) মুশাব্বিহা সম্প্রদায়:-** এই মতবাদের প্রবর্তক হলো হিশাম ইবনুল হাকাম আর্‌ রাফিযী এবং বয়ান ইবনে ছাম‘আন আততামীমী।

তারা আল্লাহ্‌কে (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) তাঁর সৃষ্টির সাথে তুলনা করে, তার সদৃশ নির্ধারণ করে এবং আল্লাহ্‌র সুমহান গুণাবলীকে সৃষ্ট বস্তুর গুণাবলীর সমজাতীয় তথা অনুরূপ বলে মনে করে। (আর একারণেই তাদেরকে মুশাব্বিহা অর্থাৎ তুলনাকারী বা সাদৃশ্য নির্ণয়কারী সম্প্রদায় বলা হয়।)

অথচ আল্লাহ جَلَّ وَعَلَا অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, সৃষ্টির সাথে তাঁর কোনরূপ সাদৃশ্য নেই, সৃষ্টজগতে তাঁর কোন উপমা, তুলনা বা অনুরূপ কিছু নেই। ক্বোরআনে কারীমে তিনি ইরশাদ করেছেন:-

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ .[১৫]

অর্থাৎ- তাঁর মতো কোন বস্তু নেই।[১৬]

---

১৫. سورة الشورى- ١١

১৬. ছূরা আশ্‌শূরা- ১১



The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

অন্য আয়াতে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:-

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.[১৭]

অর্থাৎ- তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।[১৮]

আল্লাহ ﷻ আরো ইরশাদ করেছেন:-

فَلاَ تَضْرِبُوا للهِ الأَمْثَالَ.[১৯]

অর্থাৎ- অতএব আল্লাহ্‌র কোন সদৃশ-সমতুল্য সাব্যস্ত করো না।[২০]

## আল্লাহ্‌র (ﷻ) সর্বসুন্দর নাম কয়টি এবং কি কি?

আবূ হুরাইরাহ রضي الله عنه হতে বর্ণিত, রাছূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:-

إِنَّ للهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلاَّ وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ.[২১]

অর্থ- নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র এমন নিরান্নব্বইটি তথা এক কম একশ'টি নাম রয়েছে, যে ব্যক্তি ওগুলো যথার্থভাবে গণনা করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[২২]

এই হাদীছ থেকে আমরা শুধুমাত্র এটুকুই জানতে পারি যে, আল্লাহ্‌র এমন নিরান্নব্বইটি নাম রয়েছে, যেগুলো যথার্থভাবে গণনা করলে জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে। কিন্তু আল্লাহ্‌র সুমহান নাম সমূহের মধ্যে কোন ৯৯টি নাম গণনা করলে জান্নাতে যাওয়া যাবে, সে সম্পর্কে রাছূলুল্লাহ 1 থেকে কোন বর্ণনা পাওয়া যায়না, কিংবা রাছূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত কোন বর্ণনায় সুনির্ধারিতভাবে ঐ ৯৯টি নামের উল্লেখ রয়েছে অথবা তিনি ঐ ৯৯টি নাম নির্ধারিত করে দিয়েছেন মর্মে কোন বর্ণনা প্রমাণিত নেই। জামে' তিরমিযী এবং

---

১৭. سورة الإخلاص- ٤

১৮. ছূরা আল ইখলাস-৪

১৯. سورة النحل- ٧٤

২০. ছূরা আন্ নাহ্‌ল-৭৪

২১. رواه البخاري و مسلم

২২. সাহীহ্ বুখারী ও সাহীহ্ মুছলিম

eshodinshikhi@gmail.com



The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

ছুনানু ইবনে মাজাহ্-তে আল্লাহ্‌র ৯৯টি নামের বর্ণনা সম্বলিত যে বর্ণনা রয়েছে, সেটা যে রাছূলুল্লাহ ﷺ এর কোন হাদীছ নয়, সে বিষয়টি মুহাদ্দিছীন ও আয়িম্মায়ে কিরামের (رحمهم الله) সকলেরই জানা এবং এ বিষয়ে তাদের কারো কোন দ্বিমত নেই।

উপরোক্ত সাহীহ্ হাদীছ দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌র (سبحانه وتعالى) সুমহান নামের সংখ্যা কেবলমাত্র ৯৯টি নয় বরং অনেক অনেক বেশি। তাঁর নামের সংখ্যা কত বা কি পরিমাণ, তা একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন ব্যতীত আর কেউই জানেন না।

মহান আল্লাহ্‌র সর্ব সুন্দর নাম সমূহের সংখ্যা নির্ণয় করা কিংবা এগুলোকে গণনা করা সম্ভবপর নয়, কেননা আল্লাহ্‌র এমন অনেক নাম রয়েছে যেগুলো একমাত্র আল্লাহ عز وجل ব্যতিত আর কেউ জানে না, এমনকি তাঁর নৈকট্য লাভকারী কোন মালা-ইকাহ (ফিরিশতাহ) বা তাঁর প্রেরিত কোন নাবী-রাছূলও জানেন না। তাইতো বিশুদ্ধ হাদীছে বর্ণিত রয়েছে, রাছূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:-

أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ.[২৩]

অর্থ- (হে আল্লাহ্) আমি আপনার কাছে আপনার এমন প্রতিটি নামের ওছীলাহ্ ধরে প্রার্থনা করছি, যেসকল নামে আপনি নিজেকে আখ্যায়িত করেছেন, অথবা যেসকল নাম আপনি আপনার কিতাবে অবতীর্ণ করেছন, কিংবা আপনার সৃষ্টির মধ্য হতে কাউকে শিক্ষা দিয়েছেন অথবা যেসব নাম আপনি একান্তভাবে আপনার গাইবী ‘ইলমে রেখে দিয়েছেন।[২৪]

এই হাদীছ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ جل وعلا যেসব নামে নিজেকে আখ্যায়িত বা নামকরণ করেছেন, সেইসব সর্বসুন্দর নাম সমূহ তিনভাগে বিভক্ত:-

(এক) আল্লাহ্ سبحانه وتعالى তাঁর যে সকল নাম ফিরিশতাহ বা অন্য বিশেষ কারো কাছে প্রকাশ করেছেন এবং শিক্ষা দিয়েছেন কিন্তু তা তাঁর কিতাবে অবতীর্ণ করেননি।

(দুই) যে সকল নাম আল্লাহ্ عز وجل তাঁর কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন এবং তাঁর বান্দাহ্‌দেরকে জানিয়ে দিয়েছেন।

২৩. رواه أحمد و الحاكم و الطبراني

২৪. মুছনাদু ইমাম আহ্‌মাদ, হাকিম, ত্বাবারানী

eshodinshikhi@gmail.com



The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

(তিন) যে সকল নাম একান্তভাবে তিনি তাঁর গাইবী ‘ইল্‌ম হিসেবে রেখে দিয়েছেন, যেগুলো সম্পর্কে তিনি কাউকে বিন্দুমাত্র অবহিত করেননি। মহান আল্লাহ্‌র এই প্রকার নামের প্রতি ইঙ্গিত করেই শাফা‘আত বিষয়ক হাদীছে রাছূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:-

ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا، لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي.[২৫]

অর্থ- তখন আল্লাহ আমার সামনে তাঁর হাম্‌দ এবং চমৎকার প্রশংসাসূচক এমন কিছু আমার জন্য উন্মুক্ত করে দেবেন (আমাকে জানিয়ে দেবেন) যা আমার পূর্বে অন্য কারো জন্য উন্মুক্ত করা হয়নি (অন্য কাউকে জানানো হয়নি)।[২৬]

মহান আল্লাহ্‌র এই প্রকার নামের প্রতি ইঙ্গিত করেই অন্য হাদীছে রাছূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:-

لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.[২৭]

অর্থ- (হে আল্লাহ!) আমি আপনার প্রশংসা গণনা করতে পারিনা (আপনার মহিমা ও প্রশংসা গণনা করার সাধ্য আমার নেই), আপনি বরং ঠিক সেভাবেই প্রশংসিত যেভাবে আপনি নিজে আপনার মহিমা ও প্রশংসা বর্ণনা করেছেন।[২৮]

ক্বোরআন ও ছুন্নাহ্‌তে বিশদ এবং সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত ও প্রমাণিত আল্লাহ্‌র সর্বসুন্দর সুমহান নামগুলো হলো যথা:-

১। الله (আল্লাহ)। অর্থ- আল্লাহ, সুনির্ধারিত সর্বসুন্দর নাম ও সুমহান গুণাবলীর অধিকারী এক ও অদ্বিতীয় উপাস্য। এর প্রমাণ হলো ক্বোরআনে কারীমের এই আয়াত-

هُوَ اللهُ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ.[২৯]

অর্থাৎ- তিনিই আল্লাহ্,যিনি ব্যতীত আর কোন (প্রকৃত) উপাস্য নেই।[৩০]

---

২৫. رواه البخاري

২৬. সাহীহ্ বুখারী

২৭. رواه مسلم

২৮. সাহীহ্ মুছলিম

২৯. سورة الحشر- ٢٣

৩০. ছূরা আল হাশ্‌র- ২৩

eshodinshikhi@gmail.com



The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

২। الرَّحْمَنُ (আর্ রাহমান)। অর্থ- পরম করুণাময়, অতীব মেহেরবান, যার দয়া সর্বব্যাপী ও সামগ্রিক, পরম দয়াময়।

৩। الرَّحِيمُ (আর্ রাহীম)। অর্থ- অশেষ করুণা দাতা, অশেষ দয়া প্রদর্শনকারী, অত্যন্ত দয়ালু।

এ দু’টি যে মহান আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীনের নাম, এর প্রমাণ হলো:- ক্বোরআনে কারীমের এ

আয়াত-

حم. تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ.[৩১]

অর্থাৎ- হা-মী-ম। এটি (আল ক্বোরআন) আর্রাহমান আর্রাহীমের (পরম করুণাময়, অশেষ দয়াময়-এর) পক্ষ হতে নাযিলকৃত।[৩২]

৪। الملِك (আল মালিক), المَلِيك (আল মালীক) অর্থ- মহান সম্রাট, রাজাধিরাজ, শাহানশাহ, সর্বাধিপতি। المَلِيك আল্লাহ্‌র একটি সুমহান নাম, এর প্রমাণ হলো ক্বোরআনে কারীমের এ আয়াত-

فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ.[৩৩]

অর্থাৎ- যোগ্য আসনে সর্বাধিপতি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে।[৩৪]

৫। القُدُّوسُ (আল ক্বোদ্দূছ)। অর্থ- মহিমান্বিত, শুচিতাপূর্ণ সত্তা।

৬। السَّلامُ (আছ্ ছালাম)। অর্থ- শান্তি ও নিরাপত্তার আধার, পরম প্রশান্তি।

৭। المُؤْمِنُ (আল মু’মিন)। অর্থ- পূর্ণ নিরাপত্তা দানকারী, সামগ্রিক নিরাপত্তা বিধায়ক।

৮। المُهَيْمِنُ (আল মুহাইমিন)। অর্থ- অশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন শাসক-সংরক্ষক, সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষণাবেক্ষণকারী।

৯। العَزِيزُ (আল ‘আযীয)। অর্থ- পরাক্রমশালী, পরাক্রান্ত।

---

৩১. سورة فصلت- ١-٢

৩২. ছূরা ফুস্‌সিলাত- ১-২

৩৩. سورة القمر- ٥٥

৩৪. ছূরা আল ক্বামার-৫৫


eshodinshikhi@gmail.com
The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

১০। الجَبَّارُ (আল জাব্বার)। অর্থ- প্রবল, প্রতাপশালী।

১১। المُتَكَبِّرُ (আল মুতাকাব্বির)। অর্থ- সর্বময় গর্ব, অহঙ্কার ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার, অতীব মহিমান্বিত, পরম মাহাত্ম্যশীল।

উপরোক্ত আটটি নাম যে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল ‘আলমীনের, এর প্রমাণ হলো ক্বোরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াত-

هُوَ اللهُ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ.[৩৫]

অর্থাৎ- তিনিই আল্লাহ্। তিনি ব্যতীত কোন মা‘বূদ নেই। তিনিই রাজাধিরাজ, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই অশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন শাসক-সংরক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল-প্রতাপান্বিত, তিনিই পরম মাহাত্ম্যশীল। তারা যা কিছুকে অংশীদার করে আল্লাহ্ তা হতে সম্পূর্ণ পূতঃপবিত্র।[৩৬]

১২। الخَالِقُ (আল খালিক্ব), الخَلاَّقُ (আল খাল্লাক্ব)। অর্থ- মহান সৃষ্টিকর্তা, মহান স্রষ্টা, সর্বস্রষ্টা বা সকল কিছুর একক সৃষ্টিকর্তা। الخَلاَّقُ এটি আল্লাহ্‌র একটি সুমহান নাম। এর প্রমাণ হলো ক্বোরআনে কারীমের এ আয়াত-

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلاَّقُ الْعَلِيمُ.[৩৭]

অর্থাৎ- নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তা মহান স্রষ্টা, মহাজ্ঞানী।[৩৮]

১৩। البَارِئُ (আল বারিয়ু) অর্থ- পরিকল্পিত চিত্র বা নকশা বাস্তবায়নকারী, উদ্ভাবক, স্বীয় পরিকল্পিত চিত্র বা নকশা অনুযায়ী প্রাণী সৃষ্টিকারী।

১৪। المُصَوِّرُ (আল মুসাওয়ির)। অর্থ- রূপদাতা বা রূপদানকারী, চূড়ান্ত রূপে রূপায়ণকারী বা চূড়ান্ত আকার-আকৃতি প্রদানকারী, রূপকার, চিত্র বা নকশা প্রণয়নকারী। এ তিনটি যে আল্লাহ্‌র (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) নাম,এর প্রমাণ হলো ক্বোরআনে কারীমের এ আয়াত-

هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ.[৩৯]

৩৫. سورة الحشر- ٢٣

৩৬. ছূরা আল হাশ্‌র-২৩

৩৭. سورة الحجر- ٨٦

৩৮. ছূরা আল হিজ্‌র-৮৬


eshodinshikhi@gmail.com
The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

অর্থাৎ- তিনিই আল্লাহ্, সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবক, রূপদাতা।[৪০]

১৫। السَّمِيعُ (আছ্ ছামী'উ)। অর্থ- সর্বশ্রোতা।

১৬। البَصِيرُ (আল বাসীর)। অর্থ- সর্বদ্রষ্টা । এ দু'টির প্রমাণ হলো ক্বেরাআনে কারীমের এ আয়াত-

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَالسَّمِيعُ البَصِيرُ.[৪১]

অর্থাৎ- কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।[৪২]

১৭। القَوِيُّ (আল ক্বাওয়িয়্যু)। অর্থ- সর্বশক্তিধর, সর্বশক্তিমান। এর প্রমাণ হলো ক্বোরআনে কারীমের এ আয়াত-

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ.[৪৩]

অর্থাৎ- নিশ্চয়ই তোমার রাব্ তিনিই সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী।[৪৪]

১৮। المَتِينُ (আল মাতীন)। অর্থ- প্রবল পরাক্রান্ত/সুদৃঢ়। এর প্রমাণ হলো ক্বোরআনে কারীমের এ আয়াত-

إِنَّ اللهَّ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ.[৪৫]

অর্থাৎ- নিশ্চয় আল্লাহ্ই তো রিয্ক্বদাতা, শক্তির আধার, প্রবল পরাক্রান্ত।[৪৬]

১৯। الحَيُّ (আল হাইয়্যু)। অর্থ- চিরঞ্জীব, অবিনশ্বর।

---

৩৯. سورة الحشر- ٢٤

৪০. ছূরা আল হাশ্র- ২৪

৪১. سورة الشورى- ١١

৪২. ছূরা আশ্শূরা-১১

৪৩. سورة الهود- ٦٦

৪৪. ছূরা আল হূদ- ৬৬

৪৫. سورة الذاريات- ٥٨

৪৬. ছূরা আয্যারিয়া-ত -৫৮


eshodinshikhi@gmail.com
The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

২০। القَيُّوم (আল ক্বাইয়্যূম)। অর্থ- চিরস্থায়ী, চিরন্তন, চির-বিরাজমান, শাশ্বত-স্বপ্রতিষ্ঠিত, জগতের সকল কিছু যার নির্দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ দু’টি যে আল্লাহ্‌র (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) নাম, এর প্রমাণ হলো ক্বোরআনে কারীমের এ আয়াত-

اللهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ.[৪৭]

অর্থাৎ- আল্লাহ্‌! তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব, চির বিরাজমান, জগতের সকল কিছুর প্রতিষ্ঠা যার নির্দেশের উপর নির্ভরশীল।[৪৮]

২১। العَظِيمُ (আল ‘আযীম)। অর্থ- সুমহান বা মহীয়ান। এর প্রমাণ হলো ক্বোরআনে কারীমের এ আয়াত-

وَهُوَ العَلِيُّ العَظِيمُ.[৪৯]

অর্থাৎ- আর তিনিই সর্বোচ্চ, সর্বাপেক্ষা মহীয়ান।[৫০]

২২। الشَّكُورُ (আশ্‌শাকূর), الشَّاكِرُ (আশ্‌শা-কির)। অর্থ- গুণগ্রাহী/অল্প কাজে সর্বাধিক প্রতিদান প্রদানকারী। এর প্রমাণ হলো আল্লাহ্‌র (عَزَّ وَجَلَّ) এ বাণী:-

وَكَانَ اللهُ شَاكِراً عَلِيماً.[৫১]

অর্থাৎ- আর আল্লাহ্‌ অতিশয় গুণগ্রাহী, মহাজ্ঞানী।[৫২]

২৩। الحَلِيمُ (আল হালীম)। অর্থ- সহনশীল।

এর প্রমাণ হলো ক্বোরআনে কারীমের এ আয়াত-

وَاللهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ.[৫৩]

৪৭. سورة البقرة- ٢٥٥

৪৮. ছূরা আল বাক্বারাহ- ২৫৫

৪৯. سورة البقرة- ٢٥٥

৫০. ছূরা আল বাক্বারাহ- ২৫৫

৫১. سورة النساء- ١٤٧

৫২. ছূরা আন্‌ নিছা- ১৪৭

৫৩. سورة التغابن- ١٧


eshodinshikhi@gmail.com
The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

অর্থাৎ- আল্লাহ্ অতিশয় গুণগ্রাহী ও পরম সহনশীল।[৫৪]

২৪। الوَاسِعُ (আল ওয়াছি‘উ)। অর্থ- সর্বব্যাপী, সীমাহীন প্রশস্ততার অধিকারী।

২৫।العَلِيمُ (আল ‘আলীম)। অর্থ- সর্ব বিষয়ে জ্ঞানবান বা সর্বজ্ঞ।

এ দু’টি যে আল্লাহ্‌র (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) নাম, এর প্রমাণ হলো ক্বোরআনে কারীমের এ আয়াত-

إِنَّ اللهَّ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.[৫৫]

অর্থাৎ- নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।[৫৬]

২৬। الأَحَدُ (আল আহাদ)। অর্থ- একক /অদ্বিতীয়।

২৭। الصَّمَدُ (আস্ সামাদ)। অর্থ- সম্পূর্ণরূপে অমুখাপেক্ষী।

এ দু’টি যে আল্লাহ্‌র (جَلَّ وَعَلَا) নাম, এর প্রমাণ হলো ক্বোরআনে কারীমের এ আয়াত-

قُلْ هُوَ اللهُّ أَحَدٌ. اللهُّ الصَّمَدُ.[৫৭]

অর্থাৎ- বলুন, তিনিই আল্লাহ্, একক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ্ কারও মুখাপেক্ষী নন।[৫৮]

২৮। القَرِيبُ (আল ক্বারীব)। অর্থ- অতি নিকটবর্তী।

২৯। المُجِيبُ (আল মুজীব)। অর্থ- আবেদন গ্রহণকারী, ডাকে সাড়া দানকারী। এ দু’টি যে আল্লাহ্‌র (جَلَّ جَلَالُهُ) সুমহান নাম, এর প্রমাণ হলো ক্বোরআনে কারীমের এ আয়াত-

إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ.[৫৯]

---

৫৪. ছূরা আত্ তাগাবুন- ১৭

৫৫. سورة البقرة- ١١٥

৫৬. ছূরা আল বাক্বারাহ- ১১৫

৫৭. سورة الإخلاص- ١-٢

৫৮. ছূরা আল ইখলাস- ১-২

৫৯. سورة الهود- ٦١


eshodinshikhi@gmail.com
The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

অর্থাৎ- নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক অতি সন্নিকটে রয়েছেন এবং তিনি ডাকে সাড়া দানকারী।[৬০]

৩০। الوَدودُ (আল ওয়াদূদ)। অর্থ- অত্যন্ত প্রেমময়।

এটি যে আল্লাহ্‌র মহান নাম, এর প্রমাণ হলো ক্বোরআনে কারীমের এ আয়াত-

وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ.[৬১]

অর্থাৎ- এবং তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল, অত্যন্ত প্রেমময়।[৬২]

৩১। الحَميدُ (আল হামীদ)। অর্থ- অতিশয় প্রশংসিত। এ দু'টি যে আল্লাহ্‌র (ﷻ) নাম, এর প্রমাণ হলো ক্বোরআনে কারীমের এ আয়াত-

وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ.[৬৩]

অর্থাৎ- আর তিনিই অভিভাবক, অতিশয় প্রশংসিত।[৬৪]

৩২। الحَفيظُ (আল হাফীয), الحَافِظ (আল হাফিয)। অর্থ- পরম সংরক্ষণকারী, হিফাযতকারী। প্রথমটির প্রমাণ হলো ক্বোরআনে কারীমের এ আয়াত-

وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ.[৬৫]

অর্থাৎ- আর আপনার পালনকর্তা সকল কিছুর সংরক্ষণকারী।[৬৬]

দ্বিতীয়টির প্রমাণ হলো ক্বোরআনে কারীমের এ আয়াত-

فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.[৬৭]

---

৬০. ছূরা আল হূদ- ৬১

৬১. سورة البروج- ١٤

৬২. ছূরা আল বুরূজ- ১৪

৬৩. سورة الشورى- ٢٨

৬৪. ছূরা আশ্‌শূরা- ২৮

৬৫. سورة سبا- ٢١

৬৬. ছূরা ছাবা- ২১

৬৭. سورة يوسف- ٦٤


eshodinshikhi@gmail.com
The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

অর্থাৎ- আর আল্লাহ্ই সর্বোত্তম হিফাযাতকারী এবং তিনি শ্রেষ্ঠতম দয়ালু।[৬৮]

৩৩। المَجِيدُ (আল মাজীদ)। অর্থ- পরম সম্মানিত ও গৌরবময়। এর প্রমাণ হলো ক্বোরআনে কারীমের এ আয়াত-

ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ.[৬৯]

অর্থাৎ- 'আরশের অধিপতি, পরম সম্মানিত ও গৌরবময়।[৭০]

৩৪। الفَتَّاحُ (আল ফাত্তাহ্)। অর্থ- উন্মোচনকারী, উদঘাটনকারী, উদ্ভাসনকারী। এর প্রমাণ হলো আল্লাহ্র (ﷻ) এ বাণী:-

وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ.[৭১]

অর্থাৎ- আর তিনিই শ্রেষ্ট ফায়সালাকারী, সর্বজ্ঞ।[৭২]

(উল্লেখ্য যে, সত্যকে সত্য হিসেবে এবং মিথ্যাকে মিথ্যা হিসেবে উদঘাটন ও উদ্ভাসন করে দেয়াই হলো ফায়সালা)

৩৫। الشَّهِيدُ (আশ্ শাহীদ)। অর্থ- শ্রেষ্ঠ প্রত্যক্ষদর্শী, শ্রেষ্ঠ সাক্ষী। এর প্রমাণ হলো আল্লাহ্র (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ) এ বাণী:-

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ.[৭৩]

অর্থাৎ- এবং তিনি (আল্লাহ) সর্ব বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী।[৭৪]

৩৬। الرَّزَّاقُ (আর্রায্যাক্ব), الرَازِق (আর্ রাযিক্ব)। অর্থ- অধিক রিয্ক্বদাতা, খাদ্য-খাবারের ব্যবস্থাপক, জীবিকা দানকারী বা সরবরাহকারী, আহার্যদাতা। প্রথমটির প্রমাণ হলো ক্বোরআনে কারীমের এ আয়াত-

৬৮. ছূরা ইউছুফ- ৬৪

৬৯. سورة البروج- ١٥

৭০. ছূরা আল বুরূজ- ১৫

৭১. سورة سبا- ٢٦

৭২. ছূরা ছাবা-২৬

৭৩. سورة سبا- ٤٧

৭৪. ছূরা আছ্ ছাবা- ৪৭


eshodinshikhi@gmail.com
The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ.[৭৫]

অর্থাৎ- নিশ্চয় আল্লাহ্ই তো একমাত্র রিয্ক্ব দাতা, তিনি প্রবল, পরাক্রান্ত।[৭৬]

দ্বিতীয়টির প্রমাণ হলো রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর এই হাদীছ-

إِنَّ اللهَ هُوَ الْخَالِقُ الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، الْمُسَعِّرُ.[৭৭]

অর্থাৎ- নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলাই হলেন জগতের সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা, নিয়ন্ত্রণকারী, সম্প্রসারণকারী, রিয্ক্ব দানকারী এবং তিনিই হলেন মূল্য নির্ধারণকারী।[৭৮]

৩৭। الرَّقِيبُ (আর্‌রাক্বীব)। অর্থ- তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন পর্যবেক্ষক। এর প্রমাণ হলো ক্বোরআনে কারীমের এ আয়াত-

وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا.[৭৯]

অর্থাৎ- আর আল্লাহ সব কিছুর উপরই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।[৮০]

৩৮। الحَسِيبُ (আল হাছীব)। অর্থ- হিসাব গ্রহণকারী।

এর প্রমাণ হলো আল্লাহ্‌র (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى)এ বাণী:-

إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا.[৮১]

অর্থাৎ- নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।[৮২]

৭৫. سورة الذاريات- ٥٨
৭৬. ছূরা আয্ যারিয়াত- ৫৮
৭৭. رواه أحمد وأبو داؤد وابن ماجة
৭৮. মুছনাদে ইমাম আহ্‌মাদ, ছুনানু আবী দাউদ, ইবনু মাজাহ
৭৯. سورة الأحزاب- ٥٢
৮০. ছূরা আল আহ্‌যাব- ৫২
৮১. سورة النساء- ٨٦
৮২. ছূরা আন্‌নিছা-৮৬


eshodinshikhi@gmail.com
The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

৩৯। الغَفَّار (আল গাফ্‌ফার), الغَفُورُ (আল গাফূরু)। অর্থ- মহাক্ষমাশীল, অতিশয় ক্ষমাশীল। এর প্রমাণ হলো আল্লাহ্‌র (عَزَّ وَجَلَّ) এ বাণী:-

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ.[৮৩]

অর্থাৎ- যিনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যস্থিত সব কিছুর প্রতিপালক, যিনি পরাক্রমশালী, মহাক্ষমাশীল।[৮৪]

অন্য আয়াতে আল্লাহ عَزَّ وَجَلَّ ইরশাদ করেছেন:-

وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ.[৮৫]

অর্থাৎ- এবং তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল, প্রেমময়।[৮৬]

৪০। الرَّءوفُ (আর্ রাঊফ)। অর্থ- পরম সদাশয়, পরম দয়ার্দ্র। এর প্রমাণ হলো- আল্লাহ্‌র (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) এ বাণী:-

وَأَنَّ اللهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ.[৮৭]

অর্থাৎ- এবং আল্লাহ পরম সদাশয়, পরম দয়ালু।[৮৮]

৪১। الرَّبُّ (আর্ রাব্বু)। অর্থ- প্রতিপালক, লালন-পালনকর্তা। এর প্রমাণ হলো আল্লাহ্‌র (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) এ বাণী:-

سَلاَمٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ.[৮৯]

অর্থাৎ- পরম দয়ালু পালনকর্তার পক্ষ হতে তাদেরকে বলা হবে ছালাম।[৯০]

---

৮৩. سورة ص- ٦٦

৮৪. ছূরা সোয়াদ- ৬৬

৮৫. سورة البروج- ١٤

৮৬. ছূরা আলবুরূজ- ১৪

৮৭. سورة النور- ٢٠

৮৮. ছূরা আন্নূর- ২০

৮৯. سورة يس- ٥٨

৯০. ছূরা ইয়া-ছীন-৫৮

eshodinshikhi@gmail.com



The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

৪২। العلي (আল ‘আলিয়্যু)। الأعلى (আল আ‘লা)। অর্থ- সুমহান, সর্বমহান, সমুচ্চ, সর্বোচ্চ। এর প্রমাণ হলো ক্বোরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াত-

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.[৯১]

অর্থাৎ- তিনিই সর্বোচ্চ, সর্বমহান।[৯২]

অন্য আয়াতে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:-

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى.[৯৩]

অর্থাৎ- আপনি আপনার সুমহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা ঘোষণা করুন।[৯৪]

৪৩। الإِلهُ (আল ইলাহ)। অর্থ- উপাস্য বা মা‘বূদ। এর প্রমাণ হলো কোরআনে কারীমের এ আয়াত-

وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ.[৯৫]

অর্থাৎ- আর তোমাদের উপাস্যই একমাত্র উপাস্য। তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি মহা করুণাময়, পরম দয়ালু।[৯৬]

৪৪। القَابِضُ (আল ক্বাবিয)। অর্থ- সব কিছুর নিয়ন্ত্রণকারী।

৪৫। البَاسِطُ (আল বাছিত্ব)। অর্থ- প্রশস্তকারী/সম্প্রসারণকারী।

এ দু’টি যে মহান আল্লাহ্‌র (سبحانه وتعالى) নাম, এর প্রমাণ হলো- আনাছ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত হাদীছে রয়েছে যে, রাছূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:-

إِنَّ اللهَ هُوَ الْخَالِقُ الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، الْمُسَعِّرُ.[৯৭]

---

৯১. سورة البقرة- ٢٥٥

৯২. ছূরা আল বাক্বারাহ- ২৫৫

৯৩. سورة الأعلى- ١

৯৪. ছূরা আল আ‘লা- ১

৯৫. سورة البقرة- ١٦٣

৯৬. ছূরা আল বাক্বারাহ- ১৬৩


eshodinshikhi@gmail.com
The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

অর্থাৎ- নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলাই হলেন জগতের সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা, নিয়ন্ত্রণকারী, সম্প্রসারণকারী, রিয্ক্ব দানকারী এবং তিনিই হলেন মূল্য নির্ধারণকারী।[৯৮]

৪৬।الديَّانُ (আদ্ দাইয়্যান)। অর্থ- যথার্থ প্রতিফল বা প্রতিদান প্রদানকারী, কর্মফল প্রদানকারী। এর প্রমাণ হলো আনাছ ﵁ থেকে বর্ণিত হাদীছ, রাছূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:-

يَحْشُرُ اللهُ العِبَادَ، فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ: أَنَا المَلِكُ، أَنَا الدَّيَّانُ.[৯৯]

অর্থ- আল্লাহ ﷻ সকল বান্দাহ্কে সমবেত করবেন, তিনি তাদেরকে এমনভাবে ডাক দিবেন যা নিকটবর্তীরা যেভাবে শুনবে দূরবর্তীরাও ঠিক তেমনি শুনতে পাবে। তিনি তাদেরকে ডেকে বলবেন- আমিই রাজাধিরাজ, আমিই যথার্থভাবে কর্মফল প্রদানকারী।[১০০]

৪৭। الشَّافِي (আশ্ শাফী)। অর্থ- আরোগ্য দানকারী, রোগ থেকে মুক্তি দানকারী। এর প্রমাণ হলো ‘আয়িশা ﵂ হতে বর্ণিত যে, রাছূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:-

وَأَنْتَ الشَّافِي.[১০১]

অর্থ- (হে আল্লাহ!) আপনি রোগ থেকে মুক্তি দান করুন, কেননা একমাত্র আপনিই হলেন আরোগ্য দানকারী।[১০২]

৪৮।المُعْطِي (আল মু‘ত্বী)। অর্থ- যথার্থ দানকারী, প্রদানকারী।

এর প্রমাণ হলো- মু‘আওয়িয়াহ ইবনু আবী ছুফইয়ান ﵄ থেকে বর্ণিত যে, রাছূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদকরেছেন:-

اللهُ المُعْطِي وَأَنَا القَاسِمُ.[১০৩]

৯৭. رواه أحمد وأبو داؤود وابن ماجة

৯৮. মুছনাদে ইমাম আহ্মাদ, ছুনানু আবী দাঊদ, ইবনু মাজাহ

৯৯. رواه البخاري و أحمد

১০০. সাহীহ্ বুখারী, মুছনাদে ইমাম আহ্মাদ

১০১. رواه البخاري و مسلم

১০২. সাহীহ্ বুখারী এবং সাহীহ্ মুছলিম

১০৩. رواه البخاري


eshodinshikhi@gmail.com
The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

অর্থ- আল্লাহ হলেন যথার্থ প্রদানকারী, আর আমি হলাম বিতরণকারী।[১০৪]

৪৯। الجَوَادُ (আল জাওয়াদ)। অর্থ- অতিশয় বদান্য, পরম উদার। এর প্রমাণ হলো- ছা‘দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত যে, রাছূলুল্লাহ 1 ইরশাদ করেছেন:-

إِنَّ اللهَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ.[১০৫]

অর্থ- নিশ্চয় আল্লাহ্ই (سبحانه وتعالى) অতিশয় বদান্য, তিনি বদান্যতা-দানশীলতা পছন্দ করেন।[১০৬]

৫০। السُّبوح (আছ্ ছুব্বূহ্)। অর্থ- অতিব পূতঃপবিত্র, সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। এর প্রমাণ হলো- ‘আয়িশা رضي الله عنها হতে বর্ণিত যে, রাছূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:-

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ.[১০৭]

অর্থাৎ- সম্পূর্ণরূপে পূতঃপবিত্র, মহিমান্বিত, ফিরিশতাগণের এবং রূহের (জিবরাঈল عليه السلام এর) পালনকর্তা।[১০৮]

৫১। المقدم (আল মোক্বাদ্দিম)। অর্থ- অগ্রসরকারী।

৫২। المؤخر (আল মুআখ্খির)। অর্থ- পশ্চাদপদকারী। এ দু’টির প্রমাণ হলো- ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাছ رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত হাদীছ, রাছূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:-

اللهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.[১০৯]

অর্থ- হে আল্লাহ! আমার পূর্বের ও পরের গোপনীয় ও প্রকাশ্য এবং আমার যত গুনাহ সম্পর্কে আপনি অবগত সেসকল গুনাহ ক্ষমা করে দিন। আপনিই অগ্রসরকারী এবং আপনিই পশ্চাদপদকারী (অর্থাৎ আপনি যা চান আগে করেন, যা চান পরে করেন) এবং আপনিই সর্ববিষয়ে সর্বময় ক্ষমতাবান।[১১০]

---

১০৪. সাহীহ্ বুখারী

১০৫. رواه الترمذي و البيهقي في شعب الإيمان

১০৬. জামে‘ তিরমিযী, বায়হাক্বী

১০৭. رواه مسلم

১০৮. সাহীহ্ মুছলিম

১০৯. رواه البخاري و مسلم


eshodinshikhi@gmail.com
The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

৫৩। المحيط (আল মুহীত্ব)। অর্থ- আয়ত্বকারী, পরিবেষ্টনকারী।

إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللهَّ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ.[১১১]

অর্থাৎ- যদি তোমাদের কোন মঙ্গল হয় তাহলে তাদের খারাপ লাগে,আর যদি তোমাদের কোন অমঙ্গল হয় তাহলে তাতে তারা আনন্দিত হয়, আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করো তবে তাদের প্রতারণায় তোমাদের কোনই ক্ষতি হবে না। নিশ্চয়ই তারা যা কিছু করে সে সমস্তই আল্লাহ্‌র আয়ত্তে রয়েছে।[১১২]

৫৪। البديع (আল বাদী‘উ)। অর্থ- অনন্য বা অপূর্ব সৃষ্টিকারী। এর প্রমাণ হলো কোরআনে কারীমের এ আয়াত-

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ.[১১৩]

অর্থাৎ- তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের অপূর্ব সৃষ্টিকর্তা।[১১৪]

৫৫। الهادي (আল্ হাদী)। অর্থ- পথ-প্রদর্শক। এর প্রমাণ হলো কোরআনে কারীমের এ আয়াত-

وَإِنَّ اللهَّ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.[১১৫]

অর্থাৎ- যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ্ সরল পথে পরিচালিত করেন।[১১৬]

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا.[১১৭]

অর্থাৎ- (আল্লাহ্ বলেন) এই ভাবেই প্রত্যেক নাবীর শত্রু করেছিলাম আমি অপরাধীদেরকে। তোমার জন্যে তোমার প্রতিপালকই পথ-প্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে যথেষ্ট।[১১৮]

---

১১০. সাহীহ্ বুখারী ও সাহীহ্ মুছলিম

১১১. سورة آل عمران- ١٢٠

১১২. ছূরা আলে ‘ইমরান- ১২০

১১৩. سورة البقرة- ١١٧

১১৪. ছূরা আল বাক্বারাহ- ১১৭

১১৫. سورة الحج- ٥٤

১১৬. ছূরা আল হাজ্জ-৫৪

১১৭. سورة الفرقان- ٣١


eshodinshikhi@gmail.com
The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

৫৬। المحي (আল মুহয়ী)। অর্থ- জীবন দানকারী। এর প্রমাণ হলো ক্বোরআনে কারীমের এ আয়াত-

إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتَى.[১১৯]

অর্থাৎ- যিনি ভূমিকে জীবিত করেন, তিনিই মৃতের জীবন দানকারী।[১২০]

৫৭। الحنان (আল্ হান্নান)। অর্থ- সর্বাধিক স্নেহশীল, পরম মমতাশীল। এর প্রমাণ হলো, সাহীহ্ ইবনু হিব্বান গ্রন্থে বর্ণিত এই হাদীছ-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ، بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيَّامُ.[১২১]

অর্থ- হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি এই মর্মে যে, সকল প্রশংসা একমাত্র তোমারই, তুমি ছাড়া আর কোন মা‘বূদ নেই, তুমি পরম স্নেহশীল, মহাদানশীল, আছমান ও যমীনের অনন্য সৃষ্টিকারী, হে সর্ব প্রকার মাহাত্ম্য, গৌরব ও সম্মানের মালিক (সর্বপ্রকার পরিপূর্ণ শান-শওকতের মালিক) এবং সর্বপ্রকার পরিপূর্ণ উন্নত গুণাবলীর (মহত্ত্বের) অধিকারী! হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী![১২২]

৫৮। الكافي (আল কাফী)। অর্থ-এককভাবে যথেষ্ট, পরিতৃপ্তকারী।

أَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ.[১২৩]

অর্থাৎ- আল্লাহ্ই কি তার বান্দাহ্র জন্যে যথেষ্ট নয়?[১২৪]

৫৯। ذو الجَلاَلِ وَالإِكْرَام (যুল জালাল ওয়াল ইকরাম)। অর্থ- সর্ব প্রকার মাহাত্ম্য, শান-শওকত, গৌরব ও সম্মানের মালিক এবং সর্বপ্রকার উন্নত গুণাবলীর তথা মহত্ত্বের আধিকারী। এর প্রমাণ হলো ক্বোরআনে কারীমের এ আয়াত:-

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.[১২৫]

---

১১৮. ছূরা আল ফুরক্বান- ৩১

১১৯. سورة فصلت- ٣٩

১২০. ছূরা ফুস্সিলাত-৩৯

১২১. صحيح ابن حبان

১২২. সাহীহ্ ইবনু হিব্বান

১২৩. سورة الزمر- ٣٦

১২৪. ছূরা আয্ যুমার-৩৬

eshodinshikhi@gmail.com



The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

অর্থাৎ- পূণ্যময় আপনার পালনকর্তার নাম, যিনি সর্বপ্রকার মাহাত্ম্য ও মহত্ত্বের একক অধিকারী।[১২৬]

৬০। الحيِيّ (আল হায়িয়্যু)। অর্থ- অত্যন্ত লজ্জাপরায়ণ।

৬১। السِّتِّيرُ (আছ্ ছিত্তীর)। অর্থ- সবচেয়ে বেশি গোপনীয়তা রক্ষাকারী। এ দু'টি যে আল্লাহ্র (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ) নাম, এর প্রমাণ হলো- ইয়া'লা ইবনু উমাইয়্যাহ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত রাছূলুল্লাহ ﷺ এর এই হাদীছ-

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ.[১২৭]

অর্থ- নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যন্ত লজ্জাপরায়ণ, সবচেয়ে বেশি গোপনীয়তা রক্ষাকারী, তিনি লজ্জাশীলতা ও গোপনীয়তা রক্ষা করা পছন্দ করেন।[১২৮]

৬২। الحَكَمُ (আল হাকাম)। অর্থ- হুকুমকর্তা, বিচারক, ফয়সালাকারী, আইন ও বিধানদাতা। আল্লাহ্র বিশেষণ বা সিফাত الحَكَمُ মানে তিনিই একমাত্র বিচারক, চূড়ান্ত ফয়সালা প্রদানকারী। এর প্রমাণ হলো- শুরাইহ্ ইবনু হানী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, রাছূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:-

إِنَّ اللهَ هُوَ الْحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ.[১২৯]

অর্থ- নিশ্চয় আল্লাহ্ই (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ) হলেন বিচারক, বিচার বা ফয়সালা দানের মালিক একমাত্র তিনিই।[১৩০]

৬৩। الأَوَّلُ (আল আউওয়াল)। অর্থ- সর্ব আদি, সর্বপ্রথম।

৬৪। الآخِرُ (আল আখির)। অর্থ- সর্ব অন্ত, সর্বশেষ।

৬৫। الظَّاهِرُ (আয্যাহির)। অর্থ- স্পষ্ট, ব্যক্ত, প্রকাশ্য।

৬৬। البَاطِنُ (আল বাত্বিন)। অর্থ- গুপ্ত, সুপ্ত, লুকায়িত, প্রচ্ছন্ন। উপরোক্ত চারটি যে আল্লাহ্র (جَلَّ وَعَلَا) নাম, এর প্রমাণ হলো ক্বোরআনে কারীমের এ আয়াত-

---

১২৫. سورة الرحمن- ٧٨

১২৬. ছূরা আর্ রাহমান-৭৮

১২৭. سنن أبي داؤود

১২৮. ছুনানু আবী দাউদ

১২৯. سنن أبي داؤود

১৩০. ছুনানু আবী দাউদ


eshodinshikhi@gmail.com
The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.[১৩১]

অর্থাৎ- তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই প্রকাশ্য, তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত।[১৩২]

৬৭। العَفُوُّ (আল 'আফুওউ্য)। অর্থ- পরম ক্ষমাশীল, মার্জনাকারী, শাস্তি থেকে অব্যাহতি প্রদানকারী।

৬৮। القَدِيرُ (আল ক্বাদীর), القَادِرُ (আল ক্বা-দিরু)। অর্থ- সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, সর্বশক্তিমান। "العَفُوّ" এবং "القَدِيرُ" এ দু'টি আল্লাহ্‌র (ﷻ) নাম, এর প্রমাণ হলো ক্বোরআনে কারীমের এ আয়াত-

فَإِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوّاً قَدِيرا.[১৩৩]

অর্থাৎ- (তাহলে জেনে রেখো!) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।[১৩৪]

"القَادِرُ" (আল ক্বা-দিরু) আল্লাহ্‌র একটি মহান নাম, এর প্রমাণ হলো ক্বোরআনে কারীমের এ আয়াত-

فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ القَادِرُونَ.[১৩৫]

অর্থাৎ- আমি এটাকে গঠন করেছি পরিমিতভাবে, আমি কত নিপুণ স্রষ্টা।[১৩৬]

৬৯। الكَبِيرُ (আল কাবীর)। অর্থ- সর্ব প্রধান, সবচেয়ে বড়, সর্বমহান।

৭০। المُتَعَالِ (আল মুতা'আল)। অর্থ- সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটির উর্ধ্বে, সর্বোৎকৃষ্ট, সর্বোত্তম, সর্বশ্রেষ্ঠ। এ দু'টি যে আল্লাহ্‌র (ﷻ) নাম,এর প্রমাণ হলো ক্বোরআনে কারীমের এ আয়াত:-

عَالِمُ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الكَبِيرُ المُتَعَالِ.[১৩৭]

অর্থাৎ- তিনি সকল অদৃশ্য ও দৃশ্যমান বিষয় অবগত, তিনি সর্বপ্রধান, সর্বোৎকৃষ্ট।[১৩৮]

১৩১. سورة الحديد- ٣
১৩২. ছূরা আল হাদীদ- ৩
১৩৩. سورة النساء- ١٤٩
১৩৪. ছূরা আন্‌নিছা- ১৪৯
১৩৫. سورة المرسلات- ٢٣
১৩৬. ছূরা আল মুরছালাত- ২৩
১৩৭. الرعد- ٩
১৩৮. ছূরা আর্‌রা'দ- ৯


eshodinshikhi@gmail.com
The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

৭১। الوَاحِد (আল ওয়াহিদ)। অর্থ- সর্বোতভাবে এক, অদ্বিতীয়।

৭২। القَهَّارُ (আল ক্বাহ্হার), القَاهِرُ (আল ক্বাহির)। অর্থ- পরাক্রমশালী, দোর্দন্ড প্রতাপশালী, অতিশয় ক্ষমতাধর, কঠিন শাস্তিদাতা। এর প্রমাণ হলো ক্বোরআনে কারীমের এ আয়াত-

قُل اللهُ خَالِقُ كُل شَيْءٍ وَهُوَ الوَاحِدُ القَهَّارُ.[১৩৯]

অর্থাৎ- বলুন, আল্লাহ্ সকল কিছুর স্রষ্টা, তিনি সর্বোতভাবে এক, মহা পরাক্রমশালী।[১৪০]

অন্য আয়াতে আল্লাহ عَزَّ وَجَلَّ ইরশাদ করেছেন:-

এর প্রমাণ হলো আল্লাহ্‌র (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) এ বাণী:-

وَهُوَ القَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ.[১৪১]

অর্থাৎ- আর তিনিই তাঁর বান্দাহ্দের উপর একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী।[১৪২]

৭৩। الحَقُّ (আল হাক্বক্ব)। অর্থ- পরম সত্য।

৭৪। المُبِينُ (আল মুবীন)। অর্থ- সুস্পষ্ট প্রকাশক।

এ দু'টির প্রমাণ হলো ক্বোরআনে কারীমের এ আয়াত-

يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللهُ دِينَهُمُ الحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُوَ الحَقُّ المُبِين.[১৪৩]

অর্থাৎ- সেই দিন আল্লাহ তাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরোপুরি দিবেন এবং তারা জানবে যে, আল্লাহ্ই সত্য, স্পষ্ট প্রকাশক।[১৪৪]

১৩৯. سورة الرعد- ١٦

১৪০. ছূরা আর্‌রা'দ- ১৬

১৪১. سورة الأنعام-

১৪২. ছূরা আল আন'আম- ১৮

১৪৩. سورة النور- ٢٥

১৪৪. ছূরা আন্নূর- ২৫


eshodinshikhi@gmail.com
The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

৭৫। الغَنِيُّ (আল গানিয়্যু)। অর্থ- সম্পূর্ণরূপে অভাবমুক্ত বা অভাবশূন্য, ধন-সম্পদের আধার, অফুরন্ত বিত্তশালী। এর প্রমাণ হলো ক্বোরআনে কারীমের এ আয়াত-

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ.[১৪৫]

অর্থাৎ- আর যে অকৃতজ্ঞ হয়, সে জেনে রাখুক যে, আমার প্রতিপালক সম্পূর্ণরূপে অভাবমুক্ত, মহানুভব।[১৪৬]

৭৬। الوَهَّاب (আল ওয়াহ্হাব)। অর্থ- মহান দাতা, অতিশয় দানশীল, বিনামূল্যে ও নিঃস্বার্থ দানশীল। এর প্রমাণ হলো আল্লাহ্র (ﷻ)এ বাণী:-

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ.[১৪৭]

অর্থাৎ- তাদের নিকট কি আছে অনুগ্রহের ভান্ডার আপনার পালনকর্তার, যিনি মহাপরাক্রমশালী, সুমহান দাতা?[১৪৮]

৭৭। الوِتْر (আল ওয়িতরু) অর্থ- বেজোড়, এক ও অদ্বিতীয় । এর প্রমাণ হলো আবূ হুরাইরাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত রাছূলুল্লাহ ﷺ এর এই হাদীছ-

وَإِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ.[১৪৯]

অর্থ- এবং আল্লাহ্ হলেন ওয়িতর তথা বেজোড়, তিনি বেজোড় পছন্দ করেন।[১৫০]

৭৮। الجَمِيلُ (আল জামীল)। অর্থ- পরম সুন্দর। এর প্রমাণ হলো ইবনু মাছ'ঊদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত রাছূলুল্লাহ ﷺ এর এই হাদীছ-

إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ.[১৫১]

---

১৪৫. سورة النمل- ٤٠

১৪৬. ছূরা আন্ নাম্ল- ৪০

১৪৭. سورة ص- ٩

১৪৮. ছূরা সোয়াদ- ৯

১৪৯. رواه مسلم

১৫০. সাহীহ্ মুছলিম

১৫১. رواه مسلم

eshodinshikhi@gmail.com

The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

অর্থ- নিশ্চয়ই আল্লাহ হলেন জামীল তথা সুন্দর, তিনি সুন্দরকে পছন্দ করেন।[১৫২]

৭৯। المَوْلَى (আল মাওলা)। অর্থ- অভিভাবক ও মহান মালিক, প্রকৃত অভিভাবক।

৮০। النَّصِيرُ (আন্ নাসীর)। অর্থ- অতিশয় বা পরম সাহায্যকারী।

এ দু'টি যে আল্লাহ্‌র (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) নাম এর প্রমাণ হলো ক্বোরআনে কারীমের এ আয়াত-

وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ.[১৫৩]

অর্থাৎ- আর তোমরা আল্লাহ্‌কে শক্তভাবে ধারণ করো। তিনিই তোমাদের প্রকৃত অভিভাবক এবং কতইনা শ্রেষ্ঠ অভিভাবক এবং কতইনা উত্তম সাহায্যকারী তিনি।[১৫৪]

৮১। التَّوَابُ (আত্ তাওয়াব)। অর্থ- তাওবাহ গ্রহণকারী, (সেই মহান মহত্তম সত্তা) যিনি বার বার ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে ফিরে তাকান।

৮২। الحَكِيمُ (আল হাকীম)। অর্থ- পরম প্রজ্ঞাময়, অতিশয় হিকমাতওয়ালা।

এ দু'টি যে আল্লাহ্‌র (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) নাম, এর প্রমাণ হলো ক্বোরআনে কারীমের এ আয়াত-

وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ.[১৫৫]

অর্থাৎ- এবং আল্লাহ্ তাওবাহ গ্রহণকারী ও পরম প্রজ্ঞাময়।[১৫৬]

৮৩। اللطيف (আল লাত্বীফ)। অর্থ- সুকোমল-সূক্ষ্মদর্শী বা সুক্ষ্মজ্ঞানী, বান্দাহ্‌র অজান্তে বা গোপনে বান্দাহ্‌র প্রতি অনুগ্রহকারী, (সেই মহান মহিমাময় সত্তা যিনি বান্দাহ্‌র কল্যাণ বিষয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্মজ্ঞানী আর সেই কল্যাণ তথা মঙ্গল বান্দাহকে পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে অতি কোমল বা সদাশয়।)।

১৫২. সাহীহ্ মুছলিম

১৫৩. سورة الحج- ٧٨

১৫৪. ছূরা আল হাজ্জ- ৭৮

১৫৫. سورة النور- ١٠

১৫৬. ছূরা আন্নূর- ১০


eshodinshikhi@gmail.com
The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

৮৪। الخَبِير (আল খাবীর)। অর্থ- সর্ববিষয়ে অবগত। উপরোক্ত দু'টি যে আল্লাহ্‌র (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) নাম, এর প্রমাণ হলো ক্বোরআনে কারীমের এ আয়াত-

أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ.[১৫৭]

অর্থাৎ- যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি করে জানবেন না? (অথচ) তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত।[১৫৮]

৮৫। الكريم (আলকারীম), الأكْرَمُ (আল আকরাম) । অর্থ- মহা মহিমান্বিত, পরম মর্যাদাবান ও সম্মানিত, পরম উদার, মহানুভব। এর প্রমাণ হলো আল্লাহ্‌র (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) এ বাণী:-

يَا أَيُّهَا الإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ.[১৫৯]

অর্থাৎ- হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে প্রতারিত করল?[১৬০]

অন্য আয়াতে আল্লাহ عَزَّ وَجَلَّ ইরশাদ করেছেন:-

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ.[১৬১]

অর্থাৎ- পাঠ করুন, আর আপনার পালনকর্তা মহা মহিমান্বিত।[১৬২]

৮৬। الوَكِيلُ (আল ওয়াকীল)। অর্থ- কর্মবিধায়ক, উকীল, মহাব্যবস্থাপক, যে মহান সত্তার উপর সর্ব বিষয়ে পূর্ণ আস্থা সহকারে নির্ভর করা যায়। এর প্রমাণ হলো ক্বোরআনে কারীমের এ আয়াত:-

وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.[১৬৩]

অর্থাৎ- এবং তারা বলেছিল- আল্লাহ্‌ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি অতি উত্তম কর্মবিধায়ক।[১৬৪]

---

১৫৭. سورة الملك- ١٤

১৫৮. ছুরা আল মুল্‌ক- ১৪

১৫৯. سورة الإنفطار- ٦

১৬০. ছুরা আল ইনফিত্বার- ৬

১৬১. سورة العلق- ٣

১৬২. ছুরা আল 'আলাক্ব- ৩

১৬৩. سورة آل عمران- ١٧٣

১৬৪. ছুরা আ-লে 'ইমরান- ১৭৩


eshodinshikhi@gmail.com
The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

৮৭। المَنّانُ (আল মান্নান)। অর্থ- সদা সর্বদা অনুগ্রহকারী, মহান উপকারক, নিরন্তর তথা ধারাবাহিকভাবে অনুদান প্রদানকারী, নিত্য-নিয়মিত মহাদানশীল। এর প্রমাণ হলো, আনাছ ﵁ থেকে বর্ণিত যে, রাছূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:-

لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الْمَنَّانُ.[১৬৫]

অর্থ-(হে আল্লাহ) নিত্য-নিরন্তর দানশীল! একমাত্র তুমি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই।[১৬৬]

৮৮। الوَارِثُ (আল ওয়ারিছ)। অর্থ- চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী বা চিরন্তন মালিক। এর প্রমাণ হলো কোরআনে কারীমের এ আয়াত-

وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ.[১৬৭]

অর্থাৎ- এবং আমিই জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।[১৬৮]

৮৯। المَالِكُ (আল মা-লিক)। অর্থ- অধিপতি, প্রকৃত মালিক বা স্বত্ত্বাধিকারী। এর প্রমাণ হলো- আবূ হুরাইরাহ ﵁ থেকে বর্ণিত যে, রাছূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:-

لاَ مَالِكَ إِلاَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.[১৬৯]

অর্থ- আল্লাহ ﷻ ব্যতীত আর কোন মালিক বা স্বত্ত্বাধিকারী নেই।[১৭০]

৯০। المُقِيت (আল মুক্বীত)। অর্থ- সর্বশক্তিমান সুরক্ষাকারী, আহার্য বা জীবিকা দাতা, প্রয়োজনীয় খাদ্য ও শক্তির যোগান দিয়ে হিফাযাতকারী। এর প্রমাণ ক্বোরআনে কারীমের এ আয়াত-

وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا.[১৭১]

১৬৫. رواه أبو داؤود

১৬৬. সাহীহ্ আবূ দাউদ

১৬৭. سورة الحجر- ٢٣

১৬৮. ছূরা আল হিজ্‌র- ২৩

১৬৯. رواه مسلم

১৭০. সাহীহ্ মুছলিম

১৭১. سورة النساء- ٨٥


eshodinshikhi@gmail.com
The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

অর্থাৎ- আর আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান হিফাযাতকারী।।[১৭২]

৯১। البَرُّ (আল বার্রু)। অর্থ- মহিমান্বিত কৃপাময়, পরম কল্যাণময়। এর প্রমাণ হলো আল্লাহ্র (ﷻ) এ বাণী:-

إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ.[১৭৩]

অর্থাৎ- আমরা পূর্বেও তাকে আহবান করতাম। তিনি তো মহিমান্বিত কৃপাময়, পরম দয়ালু।[১৭৪]

৯২। الطَّيِّبُ (আত্ত্বায়্যিব)। অর্থ- পূতঃপবিত্র ও সর্বোত্তম, সর্বোৎকৃষ্ট। এর প্রমাণ হলো- আবূ হুরাইরাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত হাদীছ, রাছূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:-

إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا.[১৭৫]

অর্থ- আল্লাহ্ ﷻ হলেন পূতঃপবিত্র সর্বোত্তম, তিনি উত্তম পবিত্র বস্তু ছাড়া কিছু গ্রহণ করেন না।[১৭৬]

৯৩। الرَّفِيقُ (আর্ রাফীক্ব)। অর্থ- অতিশয় সুনম্র, সরল, সুকোমল । এর প্রমাণ হলো-'আয়িশাহ رضي الله عنها হতে বর্ণিত হাদীছ, রাছূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:-

إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ.[১৭৭]

অর্থ- নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় সরল-সুনম্র। সকল কাজে তিনি সরলতা ও নম্রতা পছন্দ করেন।[১৭৮]

৯৪। النور (আন্ নূরু)। অর্থ- জ্যোতি, মহান আলো। এর প্রমাণ হলো ক্বোরআনে কারীমের এ আয়াত-

اللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ.[১৭৯]

---

১৭২. ছূরা আন্‌নিছা- ৮৫

১৭৩. سورة الطور- ٢٨

১৭৪. ছূরা আত্ ত্বোর- ২৮

১৭৫. رواه مسلم

১৭৬. সাহীহ্ মুছলিম

১৭৭. رواه البخاري

১৭৮. সাহীহ্ বুখারী

১৭৯. سورة النور- ٣٥


eshodinshikhi@gmail.com
The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

অর্থাৎ- আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি।[১৮০]

৯৫ الكفيل (আল কাফীল)। অর্থ- সুমহান যামিনদার বা যিম্মাদার, দায়িত্বশীল। এর প্রমাণ হলো- ক্বোরআনে কারীমের এ আয়াত-

وَلاَ تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَّ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللهَّ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ.[১৮১]

অর্থাৎ- এবং দৃঢ়ভাবে শপথ করার পর তা ভঙ্গ করো না, কেননা তোমরা আল্লাহ্কে তোমাদের উপর জামিন বানিয়েছ।[১৮২]

এছাড়া মুছনাদে ইমাম আহ্মাদ এবং সাহীহ্ বুখারীতে মু'আল্লাক্ব হিসেবে বর্ণিত একটি হাদীছে রয়েছে-

كَفَى بِاللهِّ كَفِيلاً.[১৮৩]

অর্থ- কাফীল (যামীন) হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।[১৮৪]

৯৬। الولى (আল ওয়ালিয়্যু)। অর্থ- মহান অভিভাবক ও বন্ধু, পরম বন্ধু । এর প্রমাণ হলো ক্বোরআনে কারীমের এ আয়াত-

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ.[১৮৫]

অর্থাৎ- তারা যখন হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে তখনই তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তাঁর রহমত বিস্তার করেন। তিনিই সুপ্রিয় অভিভাবক, অতিশয় প্রশংসিত।[১৮৬]

৯৭। السَّيِّدُ (আছ্ছায়্যিদ)। অর্থ- সর্বপ্রধান (যার উপরে আর কোন কর্তা বা অভিভাবক নেই), কর্তৃত্বের একক মালিক, যার আনুগত্য করা অত্যাবশ্যক, সর্বপ্রধান মালিক বা অভিভাবক।

১৮০. ছূরা আন্নূর- ৩৫

১৮১. سورة النحل- ٩١

১৮২. ছূরা আন্ নাহ্ল- ৯১

১৮৩. رواه البخاري و أحمد

১৮৪. সাহীহ্ বুখারী, মুছনাদে ইমাম আহ্মাদ

১৮৫. سورة الشورى- ٢٨

১৮৬. ছূরা আশ্শূরা-২৮


eshodinshikhi@gmail.com
The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

এর প্রমাণ হলো- ‘আব্দুল্লাহ ইবনুশ্ শিখ্খীর ﵁ হতে বর্ণিত যে, রাছূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:-

السَّيِّدُ اللهُ.[১৮৭]

অর্থ- আল্লাহ্ই হলেন সর্বপ্রধান কর্তা বা মালিক, যার অনুগত্য করা প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব।[১৮৮]

৯৮। الفاطر (আল্ ফাত্বিরু)। অর্থ- সর্বপ্রথম উদ্ভাবক বা সৃষ্টিকর্তা, মৌলিক উপাদান সৃষ্টিকারী, সর্বপ্রথম বিদীর্ণকারী, সর্বপ্রথম উন্মুক্তকারী, সৃষ্টির সূচনাকারী। এর প্রমাণ হলো ক্বোরআনে কারীমের এ আয়াত-

الْحَمْدُ للهِّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلاَئِكَةِ رُسُلاً.[১৮৯]

অর্থাৎ- সকল প্রশংসা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সর্বপ্রথম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্রই- যিনি ফিরিশতাদেরকে বাণী বাহক করেন ।[১৯০]

৯৯। المُحْسِنُ (আল মুহ্ছিন)। অর্থ- নিঃস্বার্থভাবে অশেষ অনুগ্রহকারী। এর প্রমাণ হলো-শাদ্দাদ ইবনু আউছ ﵁ থেকে বর্ণিত হাদীছ, রাছূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:-

إنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ مُحْسِنٌ يُحِبُّ الإِحْسَانَ.[১৯১]

অর্থ- নিশ্চয়ই আল্লাহ ﷻ অশেষ অনুগ্রহকারী, তিনি নিঃস্বার্থভাবে অনুগ্রহ করাকে পছন্দ করেন।[১৯২]

**এখানে বিশেষভাবে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন মনে করছি।**

প্রথমতঃ- উপরে আমরা আল্লাহ্র (ﷻ) যে ৯৯ টি মহান নাম উল্লেখ করেছি, তাতে একই ধাতু থেকে নির্গত বিভিন্ন ফর্মে প্রকাশিত ক্বোরআনে কারীম কিংবা সাহীহ্ হাদীছে বর্ণিত আল্লাহ্র (ﷻ) যেসব নামের বাহ্যিক মূল অর্থের মধ্যে কোন ভিন্নতা নেই, এমন সব নামগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যায় গণনা না করে বরং

১৮৭. رواه أبو داؤود
১৮৮. সাহীহ্ আবূ দাঊদ
১৮৯. سورة الفاطر- ١
১৯০. ছূরা আল ফাত্বির- ১
১৯১. المعجم الكبير للطبراني
১৯২. আল মু‘জামুল কাবীর


eshodinshikhi@gmail.com
The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

একটি সংখ্যার আওতাভুক্ত করে গণনা করেছি। মোটকথা, একই মাসদার বা মাদ্দা থেকে উৎপত্তি, আল্লাহ্‌র যেসব নামের বাহ্যিক মূল অর্থ এক ও অভিন্ন, এমনসব নামগুলোকে আমরা একই নাম হিসেবে গণনা করেছি। যদিও পৃথক পৃথকভাবে নিঃসন্দেহে এগুলোর প্রতিটি আল্লাহ্‌র (ﷻ) এক একটি সুমহান নাম।

যেমন- القدير (আল ক্বাদীর) القادر (আল ক্বা-দির) المقتدر (আল মুক্বতাদির) এই তিনটি নামেরই বাহ্যিক অর্থ প্রায় এক। এজন্য আমরা এ তিনটি নামকে পৃথক সংখ্যায় গণনা না করে বরং একই নাম হিসেবে গণনা করেছি। এর পিছনে আমাদের মূল উদ্দেশ্য হলো - وَاللهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُور- যথাসম্ভব ভিন্ন ভিন্ন অর্থবোধক ও স্বতন্ত্র গুণ সম্বলিত আল্লাহ্‌র (ﷻ) ৯৯ টি সুমহান নাম গণনা ও সংরক্ষণ করা। কেননা দেখা যায় যে, যদি এই নিয়মে গণনা করা না হয়, তাহলে ক্বোরআনে কারীম ও সাহীহ্ ছুন্নাহ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত বেশক'টি নাম কোন কারণ ছাড়াই ৯৯ এর শুমারী থেকে বাইরে থেকে যায়।

দ্বিতীয়তঃ- এখানে আমরা আল্লাহ্‌র (ﷻ) যে ৯৯ টি মহান নাম উল্লেখ করেছি, তন্মধ্যে তিন চতুর্থাংশেরও বেশি নামের ব্যাপারে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী আহলুছ্ ছুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের

আয়িম্যাহ্ ও 'উলামায়ে কিরামের ঐকমত্য রয়েছে।

তৃতীয়তঃ- যেহেতু মহান আল্লাহ্‌র প্রতিটি নামই শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব আর সর্বোন্নত গুণাবলীতে এতই সমৃদ্ধ ও পরিপূর্ণ যে, মানুষের দ্বারা এসব সুমহান নামের প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য পুরোপুরি বুঝা কিংবা মানুষের ভাষায় এসব নামের প্রকৃত অর্থ যথাযথভাবে প্রকাশ করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। আর বিশেষ করে বাংলা ভাষায়, সেটা তো আরো দুরূহ। ক্বোরআনে কারীমে আল্লাহ ﷻ যথার্থই ইরশাদ করেছেন:-

وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا.[১৯৩]

অর্থাৎ- কিন্ত তারা জ্ঞান দ্বারা তাকে আয়ত্ত করতে পারে না।[১৯৪]

আমরা এখানে আল্লাহ্‌র মহান নাম সমূহের যে অর্থ করেছি, সেটাকে কেবল শাব্দিক বা আভিধানিক অর্থ বলা যায়। আয়াত বা হাদীছের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী এসব অর্থে হেরফের হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কেননা 'আরাবী ভাষায় একটি শব্দ বা বাক্যের অবস্থান এবং তার আগের পিছের বর্ণনা অনুসারে অনেক সময় একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হয়ে থাকে।

১৯৩. سورة طه- ١١٠

১৯৪. ছূরা ত্বা-হা- ১১০

eshodinshikhi@gmail.com



The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

চতুর্থতঃ- আমাদের পূর্ববর্তী অনেক ‘উলামা ও আয়িম্যায়ে কিরাম এমনকি বর্তমান যুগেরও অনেক ‘উলামায়ে কিরাম তাদের সাধ্যানুযায়ী ক্বোরআন ও ছুন্নাহ্‌র আলোকে আল্লাহ্‌র এমন ৯৯টি নাম বাছাইয়ের চেষ্টা করেছেন, রাছূলুল্লাহ ﷺ এর সাহীহ্ হাদীছের ভাষ্য অনুযায়ী যে নামগুলো যথার্থভাবে গণনা করলে জান্নাত লাভ করা যাবে। এসব নাম তারা তাদের কিতাব সমূহে লিপিবদ্ধও করেছেন। কিন্তু তাদের কেউই সুনিশ্চিতভাবে একথা বলেননি বা বলতে পারেননি যে, তাঁর বাছাইকৃত বা গণণাকৃত এই নামগুলোই হলো সেই কাঙ্ক্ষিত ৯৯ নাম।

তাইতো এ বিষয়ে ‘আল্লামা ইবনুল ওয়াযীর আল ইয়ামানী رحمه الله অতি চমৎকার এবং খুবই যথার্থ একটি কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন:- “এটা প্রমাণিত যে, জুমু‘আর দিনের দু‘আ ক্ববূল হওয়ার মূহুর্তটা যেভাবে আল্লাহ সُبْحَانَهُ وَتَعَالَى প্রদত্ত তাওফীক্ব ছাড়া লাভ করা যায় না, তেমনি আল্লাহ্‌র (عَزَّ وَجَلَّ) ৯৯টি নাম নির্ণয় করাও আল্লাহ্‌র (جَلَّ جَلَالُهُ) তাওফীক্ব ব্যতীত কোনক্রমেই সম্ভব নয়। কেননা, এই ৯৯টি নামই হলো আল্লাহ্‌র যাবতীয় সুমহান নামের সারসংক্ষেপ”।[১৯৫]

আমরাও এখানে আমাদের পূর্ববর্তী ‘উলামায়ে কিরামের পদাঙ্ক অনুসরণে আল্লাহ্‌র (جَلَّ وَعَلَا) যে ৯৯টি নাম বাছাই করে সম্মানিত পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছি, এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হলো যে, বিশুদ্ধ ও সত্য পাওয়ার জন্য আমরা আল্লাহ প্রদত্ত তাওফীক্ব নিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি মাত্র। তবে কতটুকু সত্য পেয়েছি তা কেবল আল্লাহ সُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -ই ভালো জানেন।

আমরা আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর সর্বসুন্দর নাম সমূহের এবং তাঁর সুমহান সকল গুণাবলির অছীলা ধরে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা ক্ববূল করেন এবং আমাদেরকে তাঁর সেই সব বান্দাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত করেন যারা সঠিকভাবে আল্লাহ্‌র ৯৯টি নাম গণণা ও সংরক্ষণ করেছেন এবং তাঁর রাছূলের (ﷺ) এই হাদীছটি-

“مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ”

যেন আমাদের ক্ষেত্রে বাস্তবে প্রতিফলিত করেন। আ-মী-ন।

১৯৫. ঈছারুল হাক্ব ‘আলাল খালক্ব- লি ইবনিল ওয়াযীর


eshodinshikhi@gmail.com
The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

তথ্যসূত্র:-

১) ফাতহুল বারী ফী শারহিল বুখারী- ইমাম আল হাফিয ইবনু হাজ্‌র আল ‘আছক্বালানী।

২) আল মুহাল্লা- ইমাম ইবনু হায্‌ম আল আন্দুলূছী।

৩) আল ক্বাওয়া‘ইদুল মুছলা ফী সিফাতিল্লাহি ওয়া আছমা-ইহিল হুছনা- আশ্‌শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ্‌ আল ‘উছাইমীন।

৪) শারহুল ‘আক্বীদাতিছ্‌ ছাফারীনিয়্যাহ- আশ্‌শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ্‌ আল ‘উছাইমীন।

৫) আছমা-উল্লাহিল হুছনা আল হা-দিয়াতু ইলাল্লা-হি ওয়াল মা‘রিফাতু বিহী- ড. ‘উমার ছুলাইমান আল আশক্বার।

৬) আল ইরশাদ ইলা সাহীহিল ই‘তিক্বাদ- আশ্‌শাইখ সালিহ্‌ ইবনু ফাওযান আল ফাওযান।

৭) আছমা-উল্লা-হিল হুছনা আছ্‌ছা-বিতাতু ফিল কিতাবি ওয়াছ্‌ ছুন্নাহ- ড. মাহমূদ ‘আব্দুর্‌ রায্‌যাক্ব আর্‌ রিযওয়ানী।

৮) আল ইবানাহ ‘আন উসূলিদ্‌ দিয়ানাহ- ইমাম আবুল হাছান ‘আলী ইবনু ইছমা‘ঈল আল আশ‘আরী।

৯) বাদাই‘উল ফাওয়াইদ- ইমাম ইবনুল ক্বায়্যিম আল জাওযিয়্যাহ।

১০) আল ক্বাওয়া‘ইদুল কুল্লিয়্যাহ- আশ্‌শাইখ ইবরাহীম আল বারীকান।

১১) ফা-ইদাহ জালীলাহ ফী ক্বাওয়া‘ইদিল আছমা-ইল হুছনা- (তাহক্বীক্ব) আশ্‌শাইখ ‘আব্দির্‌ রায্‌যাক্ব ইবনু ‘আব্দিল মুহ্‌ছিন আল ‘আব্বাদ আল বাদ্‌র।

১২) ফাতাওয়া আরকানুল ইছলাম- আশ্‌শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ্‌ আল ‘উছাইমীন।


eshodinshikhi@gmail.com
The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.